জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ

আল খাত্তাবী
একাউন্ট থেকে

Table of Contents

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। শুরু করছি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইন্টারনেটে খোজাখুজি করার সময় কাকতালীয়ভাবে beating police interrogation শিরোনামের একটি বইয়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পেয়ে যাই। বেনামি লেখকের দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ফ্লোরিডা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছেন এবং Florida Department of Law Enforcement (FDLE) নামক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান। গুপ্তহত্যা নিয়ে তানজিমের বই থাকলেও এজাতীয় বই এখনও বিরল। ১৬৪ নিয়ে কিছু পরামর্শ দেয়া হলেও গুম থাকা ভাইদের জন্য বিস্তারিত হ্যান্ডবুক নেই। তাই বইটি সংক্ষেপে ভাবানুবাদের কাজে হাত দিলাম। হয়তো তেমন উপকারে আসবে না। কিন্তু, আমরা সুযোগ হাতছাড়া করতে পারি না। আবার অনুবাদের পরে ত্বাগুত বাহিনী জিজ্ঞাসাবাদের এই খেলাকে অন্য স্তরেও নিয়ে যেতে পারে, যেহেতু তারা নিয়মিত ফোরাম পড়ে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে?

যেমনটা শাইখ আওলাকি (রাহ:) বলেছেন; এই যুদ্ধ শুরু থেকেই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ছিল। আর চূড়ান্ত বিজয় মুমিনদের জন্য। - অনুবাদক

অধ্যায় ১

জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে

মূলনীতি

পৃষ্ঠা ১৩, লেখক এখানে পরামর্শ দিয়েছেন যে, যদি কখনো জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয় সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন মুখ না খোলার জন্য। কথা যত কম বলবেন, ততই আপনার জন্য ভালো। যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে এটা বলুন যে, আমি শুধু আমার উকিলের সাথে কথা বলব।

পৃষ্ঠা ১৮, উকিল আপনার পকেট থেকে টাকা হাতে নেয়ার চেষ্টা করবে, আর পুলিশ আপনাকে জেলে ভরার চেষ্টা করবে। এই অবস্থায় আপনার হাতে মাত্র তিনটি মূলনীতি থাকবে যা আপনাকে বেঁচে ফিরে আসতে সাহায্য করতে পারে। তিনটি মূলনীতি হল-

এক. Admit Nothing. কোন কিছু স্বীকার করবেন না

2. Deny Everything. সবকিছু অস্বীকার করবেন

3. Demand Proof. প্রমাণ দাবি করবেন

আত্মরক্ষার নিয়ম

পৃষ্ঠা ২২, জিজ্ঞাসাবাদের ফাকফোকর দিয়ে পালিয়ে আসার প্রথম নিয়ম হচ্ছে কখনো পুলিশকে বোকা মনে করবেন না। আপনার কাছে যদি বানানো গল্প থাকে, সেটা দিয়েও সব সময় পার পাওয়া যায় না। উত্তম হচ্ছে চুপ থাকা। একজন উকিল আপনাকে সর্বোচ্চ এই পরামর্শ দিতে পারবে যে, সে না আসা পর্যন্ত যেন আপনি কোন কথা না বলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ আপনার উকিলের সাথেও অ্যাডভান্স সাইকোলজিকাল কৌশল ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের লেখক একবার এরকম একজন উকিল কে বোকা বানিয়েছিলেন। সেই উকিল তার মক্কেলকে

পরামর্শ দিয়েছিল রিমান্ডে সব স্বীকার করার জন্য, আর বাকিটা সে আদালতে দেখে নিবে। লেখক উকিলকে সেভাবেই ঘোল খাইয়েছিল। বর্তমানে তার মক্কেল যাবজ্জীবন সাজা খাটছে।

পৃষ্ঠা ২৪, জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বাঁচার দ্বিতীয় নিয়ম কখনও আপনার অপরাধের কথা অন্য কাউকে জানাবেন না। মিথ্যা গল্প তৈরি করার চেয়ে সাক্ষী না থাকার ব্যাপারে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করুন। ব্যয়বহুল উকিল রাখার চেয়ে এটা সবচেয়ে সস্তা এবং কার্যকরী পরামর্শ।

পাতা ২৭, উপন্যাস বা চলচ্চিত্রে যা দেখেছেন, পুলিশের তদন্ত বাস্তবে তেমন হয় না। পুলিশ মূলত আপনার পরিচিত সকল মানুষের সাথে কথা বলবে; বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী, ব্যবসায়িক অংশীদার, আত্মীয়স্বজন (বিশেষত, স্ত্রী)। তাদের সবার থেকে আপনার ব্যাপারে খুটিনাটি জানবে। কি খান, কি করেন, কখন ঘুমান, কি বই পড়েন, কোথায় যান ইত্যাদি। তারপর যেকোন তুচ্ছ তথ্য দিয়ে রিমান্ডে আপনার গলা চেপে ধরবে-

"তোমার এক বন্ধু বলল, তুমি গণতন্ত্র পছন্দ কর না। ফেসবুকে দেখলাম, অমুক হুযুরকে ফলো কর। মোবাইলে অমুক লেখকের বই আছে দেখছি"।

পাতা ২৮, শুধু তাই না, এবার পুলিশ বলবে যে, "আমিও একসময় নব্য-নাতসি বাহিনীতে ছিলাম। মাঝেমাঝে আমিও বাচ্চা মেয়েদের দেখে উত্তেজিত হই। আমিও চাই, দেশে ইসলামি শাসন থাকুক।"

পাতা ২৯, people always talk about the things they do, legal, or otherwise. It's a fatal flaw in the human psyche that the police have become experts in exploiting. Do not ever talk about the illegal things you have done, to anyone, ever. Furthermore, the less people know about you, the better.

অর্থাৎ, মানুষ সর্বদা তার পছন্দের ব্যাপার অন্যদের বলে। এটা মানব মনস্তত্ত্বের মারাত্মক ত্রুটি যা পুলিশ নিজেদের কাজে লাগায়। আপনার ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা যত কম জানবে ততই ভাল।

(আশা করি, দ্বৈত পরিচয় ও সোস্যাল মিডিয়া ত্যাগের ব্যাপারে আর অতিরিক্ত জানার দরকার নেই।)

পাতা ৩১, The techniques taught and used by these people are extremely sophisticated and have been compared to brainwashing – but they are still legal.

অর্থাৎ কিভাবে আপনার আশেপাশের লোক থেকে আপনার ব্যাপারে তথ্য বের করা যাবে সেসব জটিল পদ্ধতিকে মগজধোলাইয়ের সাথে তুলনা করা যায়।

পাতা ৩৪, If the interrogator knows even a little about you, he will use this information to try to exert psychological pressure on you to force you to confess (sometimes whether you committed the crime or not).

অর্থাৎ আপনার ব্যাপারে সামান্যতম তথ্য দিয়েই আপনাকে মানসিক চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়, যদিও আপনি ঐ অপরাধে যুক্ত না-ও থাকেন। জেলে এমন অনেক নিরপরাধ লোক পাবেন যারা স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলেছে। তাই নিজের মতাদর্শের ব্যাপারে একটুও বেফাস কথা আশেপাশের কাউকে বলবেন না।

পাতা ৩৯, মনে রাখবেন, আপনাকে রিমান্ডে নেয়ার আগেই পুলিশ আপনার ব্যাপারে তথ্য যোগাড় করবে। প্রথমে তাদের ডাটাবেজে আপনার অতীত আইনি মামলা ও সমস্যা খুজবে। তারপর মোবাইল কোম্পানি থেকে আপনি কখন কার সাথে কত সময় কথা বলেন, সেটা বের করে যাদের সাথে কথা বলেন তাদের আগে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

আধুনিক যুগে Facebook, WhatsApp, telegram এগুলো থেকে চ্যাট হিস্ট্রি সংগ্রহ করে সেসব লোকদের আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

(একারনে সোস্যাল মিডিয়া ছেড়ে দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম ব্যবহার করুন। এখানে আপনি ধর্ম-রাজনীতি সবকিছুর আপডেট পাবেন। একটু কষ্ট করে অভ্যস্ত হলেই হবে। ফেসবুকের আগের

যামানায় মানুষ ফোরাম-ই ব্যবহার করত। সুতরাং সোস্যাল মিডিয়ার পরিবর্তে ফোরাম ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত বটে)

পাতা ৪০, আপনার কম্পিউটারের রিসাইকেল বিন আপনি কেমন বই পড়েন সেই তথ্যের অন্যতম উৎস।

পাতা ৪২, কোথাও অপরাধ সংগঠন করতে গেলে ট্রাফিক আইন বা অন্যান্য আইন লঙ্ঘন করবেন না। এতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অনেক দুর্দান্ত আসামী এই ভুলের কারণে গ্রেফতার হয়েছে। যেমন, টেড বান্ডি মাতাল হয়ে গাড়ি চালিয়ে।

তদন্তের ধাপসমূহ

পাতা ৪৪, আপনার পরিচিত কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেগুলো সাধারণত থানার বাইরে হয়ে থাকে। আর তখন স্বাভাবিক তথ্য জানা হন। যেমনঃ কোথায় থাকে, কি করে, অফিস কয়টায় ইত্যাদি।

Neighbors are the nosiest people on earth, I have found.

প্রতিবেশীদের হক্ক আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। অন্তত তাদের ক্রুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকুন। সাধারণত পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির প্রতিবেশীকে ক্যামেরা ও রেকর্ডার প্রদান করে এবং ১ সপ্তাহ পরে তা প্রতিবেশী থেকে সংগ্রহ করে থাকে।

somebody always is willing to cooperate with the police to put your ass in jail. If the interrogator learns of ex-girlfriends or boyfriends, he will exploit them to no end.

কেউ না কেউ আপনার ক্ষতি করার জন্য পুলিশকে সহায়তা করবেই। অতীত জীবনে কোন প্রেমিকা ছিল জানতে পারলে পুলিশের কপাল খুলে যায়। তারা আপনার জীবনকে জাহান্নাম বানাতে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যেও পর্যাপ্ত সময় বের করে নেয়।

পাতা ৪৬, Beware of anyone you know who has gone to jail, or been interrogated recently. If they start coming around to your place acting friendly and asking questions, your “buddy” has probably turned informant.

কিছুদিন আগে জেলে গিয়েছিল কিংবা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, এমন লোকেরা হঠাৎ করেই বন্ধুসুলভ হয়ে গেলে সাবধান হয়ে যান। খুব সম্ভবত তারা পুলিশের সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করছে। অভিজ্ঞতা বলছে যে, কাউকে কিছু বললে সে আরও তিন জনের কাছে সেই তথ্য ছড়িয়ে দেয়। সেই তিন জন আরও তিন জন বিশ্বস্ত (!!!) ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়। এসব বিশ্বস্ত (!!!) ব্যক্তিদের বোকা বানিয়ে কথা বের করার জন্য ইনফরমারদের মাসে হাজার হাজার ডলার দেয়া হন।

পাতা ৪৮, আপনার ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহের উপায় হল, আপনার বাড়ি থেকে এক ঘণ্টার দূরত্ব অবধি চষে বেড়ান। মানুষ সাধারণত এর বেশি দূরত্বে যায় না। পুলিশ দেখবে আপনি কোন দোকান চা খান, কোন মসজিদে যান, কোথা থেকে বিকাশ/নগদে টাকা পাঠান, মোবাইল রিচার্জ করেন, কোন বইয়ের দোকানে যান, কোন ব্যাংকের কোন শাখা থেকে গ্যাস-পানি-বিদ্যুত বিল দিতে যান।

(ব্যস! আপনার মোবাইল নাম্বার আর একাউন্ট নাম্বার / ভিসা কার্ডের নাম্বার পেয়ে গেল। এবার ss7 এট্যাক করে two factor authentication করার SMS পুলিশের মোবাইলে রিসিভ হবে। আপনার ফেসবুক, ইমেইল চেক হবে, লোকেশন ট্র্যাক হবে। অন্যদিকে, আপনি কোথায় কি খেয়েছেন, কি কিনেছেন, অনলাইনে কি অর্ডার দিয়েছেন সব তথ্য এসে যাবে।

Ss7 attack সাধারণ হ্যাকাররাও করতে পারে। তাই আর্থিক লেনদেনের জন্য সুরক্ষিত মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করুন যেন আপনার মোবাইল নাম্বার কারও কাছে না থাকে; না অনলাইনে ওয়েবসাইটে, না দোকানদারের খাতায়। আর্থিক লেনদেন ও কথা বলার জন্য আলাদা আলাদা সিম ব্যবহার করুন। যোগাযোগ WhatsApp/telegram দিয়ে করুন। - অনুবাদক)

সাংবাদিক এড়িয়ে চলুন। তারা আপনার নাম-ঠিকানা সব রাখবে। আর পুলিশ বিভিন্ন সংবাদপত্রের কার্যালয়ের ডাটাবেজ থেকে আপনার ব্যাপারে তথ্য নিবে।

এতকিছু করেও লাভ না হলে আপনার নামে সার্চ ওয়ারেন্ট আনবে। বাংলাদেশে অবশ্য এসব কিছু লাগে না। আইন অনুযায়ী, পর্দানশীন নারীর কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশের র্যাব নিয়মিত এই আইন অমান্য করে।

অনেক সময় আপনার বাসার কোথায় কোন কক্ষ রয়েছে ইত্যাদি জানা পুলিশের জন্য জরুরি হয়। সেক্ষেত্রে পুলিশ আপনার ফ্ল্যাট বরাবর উপরে বা নিচের ফ্ল্যাট কৌশলে দেখতে যাবে। যেমনঃ আমরা বাসা ভাড়া নিতে এসেছি, আপনার রুমগুলো দেখা যাবে? কতজন মানুষ এই বাসায় থাকে জানার জন্য এনজিও বা মন্ত্রণালয় থেকে এসেছে দাবি করবে।

এই অধ্যায়ের কিছু শিক্ষা

১। মোবাইলে কোন জরিপের তথ্য চাইলে দিবেন না।

২। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, পছন্দ- অপছন্দ কাউকে বলবেন না।

৩। আপনার ব্যাপারে পুলিশ যত জানবে তত ক্ষতি।

অধ্যায় ২

বন্ধু পুলিশ

থানার পরিচিত কোন বন্ধুসুলভ (!!!) পুলিশ আপনার জন্য ক্ষতিকর । এই স্তর থেকেই যেকোনো তদন্ত শুরু হন। আপনার নিকটতম থানার কেউ আপনাকে চেনে কিনা সেটা চেক করা হয় । এরকম পরিচিত পুলিশ ২ ভাবে তৈরি হয়-

১। আপনি কোন অসুবিধায় পড়ে তার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

২। সে আপনাকে কোন অসুবিধা মনে করে আপনার কাছে এসেছিল।

১ম ক্ষেত্রে পরিচিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক । এতে ঝুঁকি তেমন নেই। তবে আপনার নামে কোন গ্রেফতারি পরওয়ানা, লাইসেন্স জনিত সমস্যা, মামলা ইত্যাদি থাকলে সেসব তাকে জানাবেন না। শুধু যতটুকু ঘটেছে ততটুকু বলবেন। ভদ্র ব্যবহার করবেন ও সম্মান দিবেন। নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যেন সে আপনাকে দ্রুতই ভুলে যায়। যদি পুলিশকে বাসায় ডাকেন (এদেশে এমন সাধারণত হয় না) তাহলে বাসায় বেআইনি কিছু থাকলে আগেই লুকিয়ে রাখুন। যদি আপনার ব্যাপারে কোন স্পর্শকাতর তথ্য সে জানতে চায়, কৌশলে এড়িয়ে যান।

২য় ক্ষেত্রে বিষয়টা ঝুঁকিপূর্ণ । যদি আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে না পায়, ফোন দিলে বলবেন যে, আমি তো বাইরে আছি। কোথায় আছেন, কি করছেন এত কথা বাড়াবেন না। সব প্রশ্নের উত্তর ১-২ শব্দে দিন। যদি রাস্তায় আপনাকে আটকানো হয়, তাহলে ব্যস্ততা থাকলেও ক্রুদ্ধ হবেন না। বাংলাদেশে পুলিশের কাজে অসহযোগিতার অপরাধে গ্রেফতার করা যায়। এখন আপনি দোকানে বসে চা খেলেও পুলিশ দাবি করতেই পারে আপনি তাকে বাধা দিয়েছেন। এই আইন দিয়ে সবাইকে গ্রেফতার করা যায়। তারপর মামলা চলতেই থাকে।

২য় প্রকারের পুলিশ সাধারণত কাউকে জেলে ভরে দায়মুক্ত হতে চায়। কারণ সেও একটা চাকরি করে, বেতন পায়, ব্যস। এত ঝামেলায় অতিষ্ট হবার ইচ্ছা নেই। আপনি তার বিরক্তির কারণ হলে ফেসে যাবেন। বহু নিরপরাধ ব্যক্তি এজন্য জেলে আছেন; মানে, মামলা চলছে। আদালত হয়তো ছেড়ে দিবে, কিন্তু হয়রানি তো হলেন।

পুলিশ কিসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে?

যখন তার boss একটা কেস ফাইল তার উপর চাপিয়ে দেয়, তখন দায়মুক্ত হতে সে ঐ এলাকায় ঘুরতে থাকে। আপনি যদি ঐ এলাকায় আগন্তুক হন, তাহলে গ্রেফতার হবেন। যেমনঃ কিছুদিন আগে অভিনেতা সাইফ আলী খান আক্রমণের শিকার হলে একজন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যদিও সে অপরাধী বলে কোন প্রমাণ ছিল না। তার অপরাধ সে বহিরাগত এবং ঐ সময়ে নিকটবর্তী এলাকায় উপস্থিত ছিল।

আপনি ঐ এলাকার হলে পুলিশ কি দেখবে? গায়ের রঙ। জ্বী, হ্যাঁ । দেখতে রাজপুত্রের মত হলে সহজে ইয়াবা ব্যবসা করা যায়। কারণ পুলিশ তাকে সন্দেহ করে না। এরপর রয়েছে চুলের দৈর্ঘ্য । লম্বা চুল হলে আপনি সন্দেহভাজন । আর সুন্নাতি বাবরি চুল হলে জঙ্গি।

এছাড়া আপনার চেহারা আর পোশাক যদি ব্যাচেলর পয়েন্টের মারজুক রাসেল, মিশু আর জিয়াউল পলাশের মত হয়। তাহলে আপনি সন্দেহভাজন ; দাড়ি-টুপি থাকলে জঙ্গি। সম্ভবত একারনে অনেক ক্ষেত্রে ভার্সিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের ভাইদের আসকারিতে প্রাধান্য দেয়া হয়। আমার ধারণা ভুল হতে পারে ।

পাতা ৬৮, I cannot change the way you dress and wear your hair, because most of you would be unwilling to do so. In addition, changing your skin and sex is a little far-fetched. Nevertheless, if you want to fit a cop's preconceived image of a dirt bag, you have chosen your road.

আমি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ ও চুল পরিবর্তন করতে পারব না, কারণ আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই তা করতে অনিচ্ছুক হবে। তবুও, আপনি যদি নিজেকে পুলিশের মানসপটে চিত্রিত ময়লার ব্যাগ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি দায়ী। সুন্দর পরিপাটি পেশাদার পোশাক পরুন।

রাস্তায় পুলিশের মুখে পড়লে কি করবেন?

আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পুলিশকে নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ পুলিশ আপনাকে অসুবিধা মনে করে আপনার কাছে এসেছিল। এ ধরনের সাক্ষাৎ যেন বিপদের কারণ না হয় এজন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে, আপনার থানার সবচেয়ে প্রভাবশালী অ্যাডভোকেট খুঁজে বের করতে হবে। ছোটখাটো উকিলকে পুলিশ কোন পাত্তা দেয় না। সাধারণত এরকম প্রভাবশালী অ্যাডভোকেট রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে থাকে। আপনার থানার মাফিয়া টাইপের রাজনৈতিক নেতা কোন এডভোকেটের শরণাপন্ন হন সেটা জানতে পারলে আপনার জন্য এই সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে। সাধারণত বড় রাজনৈতিক দলের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকা এডভোকেটরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের শিকড় বিছিয়ে রাখে।

এবার আপনি সেই এডভোকেটের অফিসে যান। তাকে বলুন যে, অতি শীঘ্রই আপনার হয়তো একটি আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর এ কারণে আপনি আগে থেকেই একজন ভালো এডভোকেট খোঁজার চেষ্টা করছেন। তবে তাকে বিস্তারিত কিছু বলার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর তার সাথে গল্প গুজব করুন এবং তার ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিন। যেমন: তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার ক্ষমতা, তার প্রভাব ইত্যাদি। ফিরে আসার সময় তার কাছ থেকে তার "অনেকগুলো" ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আসুন।

এবার আপনি কি করবেন?

আপনি যেকোনো কারণেই হোক, অতি শীঘ্রই বা অদূর ভবিষ্যতে কোন অপারেশন সংগঠন করবেন; এর আগে রাস্তায় কিংবা থানায় কিংবা আপনার বাড়িতে পুলিশ এল বা আপনাকে পুলিশের সাথে দেখা করতে যেতে হল; এরকম ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে?

- হয়তো আপনি গাড়িতে আছেন; তখন স্বাভাবিক থাকুন; ভদ্র ভাষায় কথা বলুন; রাগান্বিত হবেন না।

- যদি রাতের বেলা হয়, তাহলে গাড়ির ভেতরের বাতি জ্বালান। হাত স্টিয়ারিং হুইলের উপরে রাখুন যেন পুলিশ তা দেখতে পারে এবং বন্ধুসুলভ কণ্ঠে কথা বলুন।

- যদি আপনি হাটা অবস্থায় মুখোমুখি হন তাহলে কাধ সোজা রাখুন হাত কোমরের ওপরে রাখুন যেন হাতের তালু পরিষ্কার দেখা যায়। এটা শ্রোতার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে। চোখে চোখ রেখে কথা বলুন, কথায় আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলুন, মাঝে মাঝে চোখ অন্যদিকে ঘোরান, তবে একবারের বেশি নয়। মাথা হালকা কাত করে রাখুন, এতে বিনয় প্রকাশ পাবে। তার কথায় সম্মতিসূচক উত্তর দিন।

পুলিশ আপনার সাথে তার প্রাথমিক কথাবার্তা; যেমন : আপনার , ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি জানা শেষ হলে আপনার বক্তব্য শুরু করুন । জিজ্ঞাসা করুন, কেন আপনাকে থামানো হলো ? তার পক্ষ থেকে ইতস্তত বোধ প্রকাশ পায় কিনা তা লক্ষ্য করার চেষ্টা করুন । সে কি জবাব দেয় তা গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখুন।

তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনি এখন যেতে পারবেন কিনা। যদি সে বলে যে, আপনি ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। তাহলে আপনি বলুন যে, তাহলে বিদায় নিচ্ছি । তার সাথে বেশি সময় থাকার চেষ্টা করবেন না।

যদি সে আপনার পকেট কিংবা আপনার গাড়ি তল্লাশি চালাতে চায়। তাহলে বলুন যে, আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আপনি এই মুহূর্তে সময় দিতে পারবেন না। কারণ যদি আপনার উপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা তার থাকতো তাহলে সে তল্লাশি চালানোর জন্য অনুমতি চাইতো না।

উকিলের কার্ড

আপনার যদি কপাল খারাপ হয়; আর পুলিশ আপনাকে তল্লাশি চালাতে চায় । তাহলে এখনই মোক্ষম সময় আপনি সেই অ্যাডভোকেটের ভিজিটিং কার্ডটি বের করবেন এবং তাকে দিয়ে বলবেন যে, আমার উকিল আমাকে বলেছে যেন কোন সমস্যা হলে, আমি আপনাকে আমার সাথে যোগাযোগের নাম্বার এবং ঠিকানা ছাড়া আর অতিরিক্ত কথা না বলি। বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে, আপনি আমার উকিলের থেকে যেকোন তথ্য নিতে পারবেন। কথাগুলো যতটা নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রেখে বলা যায় সেভাবে বলুন।

এই পর্যায়ে পুলিশ আপনার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও প্রশ্ন করা শুরু করতে পারে। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন ইত্যাদি। কোনভাবেই তার টোপ গেলা যাবে না। সে আরও বিভিন্ন কৌশল খাটাতে পারে। যেমন- সে রাস্তাতেই একজন সাক্ষী হাজির করতে পারে । সে এসে বলবে, হ্যাঁ আমি তাকে চিনি এবং সে অমুক স্থানে অমুক অপরাধ সংঘটিত করেছে। এতে ঘাবড়ানো যাবে না। আপনি শুধু একটি কথাই বলবেন, আমি সত্যিই আপনাদের তথ্য এবং সহযোগিতা দ্বারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার উকিল আমাকে কঠিনভাবে কথা বলতে নিষেধ করেছে । তাই আমি দুঃখিত। তবে আমার উকিল অবশ্যই আপনাদের সাথে কথা বলবে এবং যেকোনো বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা করবে।

আপনাকে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ আরো নানা কৌশল ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনভাবেই মিথ্যা বলা যাবে না। মিথ্যা বললে সে অবশ্যই

আজ বা কাল সেটা ধরে ফেলবে এবং আদালতে এটাকে ইস্যু বানিয়ে আপনার গুরুদন্ড দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

Nine times out ten, the conversation will stop there and Officer Friendly will be glad to get rid of you.

৯০ ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে ছেড়ে দেবে এবং ছেড়ে দিতে পেরে খুশি হবে। কারণ তাকে এখন আপনাকে নিয়ে অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হবে না।

লেখক এমন অনেক লোককে দেখেছেন, যারা কোনো কারণ ছাড়াই অহেতুক কোন গাড়ির মামলা খেয়েছে কিংবা জেলে গিয়েছে। কিন্তু অনেকেই যথাযথ অপরাধ করার পরেও এবং প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পুলিশের মনে হুঁশিয়ারি সংকেত না জাগিয়ে পার পেয়ে গিয়েছে।

কারণ পুলিশ সাধারণত সহজ সমাধান খুঁজে থাকে । কোনভাবে আপনার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নিকটে চায়ের দোকানে গিয়ে বসতে পারলেই; মন ফ্রেশ করার সুযোগ পেলেই; সন্তুষ্ট।

পাশাপাশি আপনি অসহযোগিতা করার পিছনে একজন তৃতীয় পুরুষকে যুক্ত করেছেন; একজন উকিলকে। আর প্রায় সব পুলিশই জানে যে, বড় বড় অ্যাডভোকেটরা তাদের মক্কেলদের সরাসরি পুলিশের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। পাশাপাশি পুলিশ এটাও জানে যে, আপনার নামে মামলা হলে মামলার একদম শুরু থেকেই একজন এডভোকেট জড়িত থাকবে। আর এসব এডভোকেট তখন শুরু থেকেই নানা প্রকারের এজহার, স্বাক্ষ্য, শুনানি, পদচ্যুতি ইত্যাদি নিয়ে লেগে যায়। আর এ সমস্ত কাজ পুলিশকে তার ছুটির দিনে করতে হয়। এই ঝামেলা কোন পুলিশ পোহাতে চায় না।

ছুটির দিনে পুলিশ হয়তো ওভারটাইম পায় , কিন্তু এসব অ্যাডভোকেটরা পুলিশের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। তাই ওভারটাইমের টাকায় পোষায় না। এ কারণে পুলিশ এসব ঝামেলায় জড়ায় না। যে ১০% ক্ষেত্রে আপনাকে জেলে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো এবং খারাপ উভয় সংবাদ রয়েছে।

দুঃসংবাদ হল, আপনাকে এমনিতেও জেলে যেতে হতো। কারণ নিশ্চয়ই পুলিশ শুরু থেকেই আপনাকে টানা হেচড়া করে জেলে নিতে আগ্রহী ছিল।

সুসংবাদ হলো, বাকি বইটাতে আমি কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকেও বের হয়ে আসা যায় তা আলোচনা করব।

অধ্যায় ৩

সদ্য গ্রেফতার

যদি আপনাকে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে ভয় পাবেন না। আপনাকে গ্রেফতার করার দুটি চিত্র হতে পারে : ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেফতার, মানে পুলিশ স্বয়ং আপনাকে অপরাধী সন্দেহ করেছে; ওয়ারেন্টসহ গ্রেফতার , মানে আদালত আপনাকে সন্দেহজনক মনে করেছে উভয় গ্রেফতারের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

সাধারণত আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করার সময় এই শর্ত দেয়া হয় যে, আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী না দিলে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন , কোন প্রকারের স্বীকারোক্তি দেয়া যাবে না ।

গ্রেফতারের পর পুলিশ নানা প্রকারের কৌশল ব্যবহার করে, যেমন : সার্চ করার সময়- ভয়ের কিছু নেই আমরা একটু দেখে চলে যাব। গ্রেফতারের সময়- আমাদের সঙ্গে আসুন চিন্তার কারণ নেই । জবানবন্দীর সময়: এভাবে বলুন তাহলে আপনার কিছু হবে না কিংবা আপনাকে আটকে রাখার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আপনি এভাবে বলে দিন আপনাকে ছেড়ে দেব।

আইন অনুযায়ী আপনার যতটুকু তথ্য পুলিশ বৈধভাবে নিতে পারে তার চেয়ে বেশি কথা বলবেন না । কারো সাথেই কোন কথা বলবেন না। মামলা সংক্রান্ত কথা শুধুমাত্র উকিলের সাথেই বলবেন। নিজের স্ত্রীকেও কিছু জানাবেন না। এমনকি আপনি অপরাধ করে থাকলে উকিলকেও সেটা বলবেন না। কারণ কোন বুদ্ধিমান উকিল তার ক্যারিয়ার নষ্ট করে কোন আসামীকে অপরাধীকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে না । বরং আইন অনুযায়ী সে এমন কোন তথ্য জানতে পারলে পুলিশকে জানাতে বাধ্য।

পুলিশের ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার সময় কারো সাথে কোন কথা বলবেন না। কারণ খুব সম্ভবত আপনাকে ভিডিও করা হচ্ছে। এমনকি পুলিশ আপনার থেকে দূরে অবস্থান করলেও কোন ক্যামেরা আপনার দিকে তাক করা থাকতে পারে।

থানায় নেয়ার পর কিছু নিয়ম আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে- যেমন: থানায় অবস্থানকারী প্রত্যেকটি লোক পুলিশের সদস্য; সে থানার দেয়ালের বাইরের সিগারেট বিক্রেতা হলেও। এমনকি জেলের ভেতরে লুঙ্গি পরে শুয়ে থাকা বখাটে ছেলেটাও। লেখক এমন অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যেখানে লেখক কোন একজন চোর কিংবা সন্ত্রাসী ছদ্মবেশ নিয়েছেন এবং তার সহকর্মী পুলিশেরা তাকে হাত করা পরা অবস্থায় থানায় নিয়ে এসেছে; তারপর বেধড়ক পিটিয়েছে; এরপর অপরাধীর সাথে একই সেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরকম করা হয় যেন আপনার বিশ্বাস লাভ করা যায়।

কেউ যদি পুলিশের সদস্য নাও হয়ে থাকে অন্ততপক্ষে সে একজন ইনফর্মার।

থানার প্রতিটি কোনা নজরদারির ভেতরে রাখা হয় । আসামির জন্য প্রাইভেসি বলে কিছু থাকে না । সুতরাং টয়লেটে বসেও অপরাধের ব্যাপারে কোন আলোচনা করা যাবে না । বাইরের দেশে উকিলের সাথে কথা বলার বিশেষ কক্ষ সকল প্রকারের ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন মুক্ত থাকলেও বাংলাদেশ এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ।

থানার ভেতরে স্বাভাবিক এবং আত্মবিশ্বাসী থাকুন। বারবার নিজেকে নির্দোষ বলে প্রতিবাদ করুন। দাবি করুন যে, আপনার উকিলের সাথে কথা বলবেন। এ ছাড়া আর কোন কথা আপনার মুখ থেকে যেন বের না হয়। এমনকি কোন প্রকারের মিথ্যা এলিবাই বা অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করবেন না । আপনি যদি এভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন তাহলে যখন উকিল থানায় এসে পৌঁছাবে , তখন পুলিশ উকিলের হাতে শুধু এই রিপোর্ট জমা দিতে পারবে যে, আপনি কোন স্বীকারোক্তি দেননি। এবং বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। ব্যাস ! এটুকুই আপনাকে বের হয়ে আসতে রাস্তা করে দিবে। কারণ রাষ্ট্রপক্ষ সহজে মামলা থেকে বের হয়ে আসতে পারলে বাঁচে। কারণ হাজার হাজার মামলা পড়ে আছে , এরকম কয়েকটা খারিজ করে দিতে পারলে তাদের জন্য ভালো।

থানায় আপনার আঙ্গুলের ছাপ , ছবি ইত্যাদি রাখা হতে পারে । মেডিকেল টেস্ট করা হতে পারে। কাপড় খুলে দেখা হতে পারে। এসমস্ত কাজে বাধা দেবেন না। নতুবা এগুলোকে পুঁজি করে আবার নতুন মামলা দেওয়া হবে।

পৃষ্ঠা ১০১, মনে রাখবেন, যদি আপনি কোন অপরাধের সাক্ষী হয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার কোন আইনি নিরাপত্তা নেই । আপনি যদি এই জাতীয় মামলায় মুখ খুলতে না চান , আর নিজের উকিল ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলতে না চান, তাহলে আদালত অবমাননার অভিযোগে আপনাকে সাজা খাটতে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ তাই আপনাকে এই জাতীয় ফাঁদে ফেলে জব্দ করতে চাইতে পারে। তবে সুখবর হচ্ছে এই জাতীয় মামলায় সাজা অন্তত মূল অপরাধে জড়িত থাকার সাজার চাইতে কম।

আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করলে অফিসারের পোশাকের ব্যাপারে খুব বেশি মনোযোগ দিবেন না। কারণ সাধারণত তারা এমন পোশাক পড়ে আসে, যাতে করে তাদের বোকাসোকা মনে হয় । এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ খেলে থাকে। এতে করে আপনাকে কিছুটা অসতর্ক অবস্থায় ফেলে দেওয়া যায়।

পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে এমন অগোছালো পোশাক পরিহিত জিজ্ঞাসাকারীরা উচু পর্যায়ের গোয়েন্দা হয়ে থাকে। অযথা একজন পাকা গোয়েন্দার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার কোন মানে হয় না।

দক্ষ অফিসাররা সাধারণত একাই জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে । তবে প্রয়োজন বিশেষে সে সাথে আর একজন সহকারী নিয়ে আসতে পারে। এই সহকারী সাধারণত শুরুর দিকে আপনার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে এবং সময়ের প্রয়োজনে তার আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু

সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে একটি টেবিল এবং দুটি চেয়ার থাকে। কক্ষটি ১০ ফুট বাই ১০ ফুট হয়। কক্ষে আর কোন কিছু আপনার নজরে নাও আসতে পারে; কিন্তু তার মানে এই না যে আপনাকে রেকর্ড করা হচ্ছে না । এখানে অডিও কিংবা ভিডিও কিংবা উভয় একই সাথে রেকর্ড

করা হতে পারে। যদিও প্রশ্নকর্তা মাঝে মাঝে একথা বলে থাকে যে, এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরা বন্ধ রেখেছি। আপনি আমাকে মন খুলে বলতে পারেন কিংবা এই রুমটায় কোন ক্যামেরা নেই। এগুলো সবই ধোঁকা।

কক্ষগুলো সাধারণত একটু প্রশস্ত হয় যেন প্রশ্নকর্তা রুমের ভেতরে প্রয়োজনে হাঁটাচলা করতে পারেন। দাম্ভিক ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করে সে আপনার ওপর মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে । আবার প্রশ্নকারীর চেয়ার সাধারণত চাকাযুক্ত হয় এবং সে তার প্রয়োজনমতো চেয়ার সামনে পিছনে নিয়ে আপনার কাছে কিংবা আপনার থেকে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু আপনার চেয়ার মেঝের সাথে যুক্ত থাকবে। দেয়ালে উজ্জ্বল রং করা থাকে; যেন লাইটের আলো ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়; আর আপনার চেহারার অনুভূতি ও অভিব্যক্তি স্পষ্ট ভাবে প্রশ্নকারী দেখতে পারে।

অতঃপর প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করা শুরু করে । সাধারণত প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্তর হয়ে থাকে এবং পরবর্তী প্রশ্নগুলো মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধাপের এই প্রশ্নগুলোকে ক্রিটিক্যাল রেসপন্স বলা হয়। প্রশ্নগুলো এমন ভাবে সাজানো থাকে যেন আপনার প্রথম অবস্থা এবং দ্বিতীয় অবস্থা তুলনা করা যায়। সাধারণত মিথ্যা বলতে গেলে একটা মানসিক চাপ তৈরি হয়, একজন দক্ষ প্রশ্ন করতে খুব সহজেই সেগুলো খুঁজে বের করতে পারেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন না হলেও পরবর্তীতে আপনার ভিডিও রেকর্ডিং বেশ কয়েকবার তারা রিপ্লে করবে এবং সেখান থেকেও ভুলক্রমে ছুটে যাওয়া আপনার অভিব্যক্তিগুলো পুনরায় পাঠ করা হবে। এই পদ্ধতি কথিত মিথ্যা ধরার যন্ত্র পলিগ্রাফে ব্যবহার করা হয়।

পুলিশ সাধারণত আপনার দেহভঙ্গি বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা আপনার স্বর পরিবর্তন বা ভারবাল কিউ লক্ষ্য করবে। এসব দ্বারা সম্ভব না হলে আপনার উপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করা হবে । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা স্বাভাবিক। এই পর্যায়ে আপনি কোন কৌশল করার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবেন । কিন্তু সেগুলো আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না। শুধু এটা বলা যাবে যে, আপনি ছলচাতুরি আশ্রয় নিচ্ছেন।

তাই জিজ্ঞাসাকারীকে আপনার স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অবস্থা বুঝতে দিবেন না। কখনো চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। কখনো চোখ ঘুরান। কখনো সামনে বা পিছনে ঝুকে। জবাব একটু থেমে

অথবা প্রশ্নের সাথেসাথে দিয়ে; কাধ বাকিয়ে, ঝাকিয়ে ইত্যাদি যত উপায়ে সম্ভব সেভাবে করতেই থাকুন। কিন্তু যা বলবেন, সত্য বলুন। এতে সে আপনার স্বাভাবিক আচরণ আন্দাজ করতে পারবে না। এক পর্যায়ে প্রশ্নকারী আপনাকে বিরক্ত করতে মামলার স্পর্শকাতর তথ্য আপনাকে বলবে।

আপনার স্বাভাবিক আচরণ এবং উত্তেজিত অবস্থায় আচরণ পার্থক্য করতে না পারলে প্রশ্নকর্তা এবার তৃতীয় পর্যায়ে যাবে। এই পর্যায়ের প্রশ্নগুলোকে আমরা কাইনেসিক ইন্টারভিউ বলি। এ প্রশ্নগুলো করা হয়, যেন আপনি নিরপরাধ কিনা সেটা যাচাই করা যায় এবং এই প্রশ্নগুলো এমনভাবে করা হয় যেন এরা জবাবগুলো এর জন্য নিরাপরাধ ব্যক্তি যেভাবে দিত, তেমন হয়। নিচের উদাহরণ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন।

কাইনেসিক ইন্টারভিউ

বলে রাখা ভালো, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার সময় প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। প্রশ্ন করার সাথে সাথে উত্তর দিবেন, থমকে যাবেন না, ইতস্তত বোধ করবেন না। হাত যথাসম্ভব দূরে ছড়িয়ে রাখুন, যেকোনো কথোপকথনে এটা শ্রোতার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে এবং পুরোটা সময় জুড়ে একটি নির্দিষ্ট দেহভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর বজায় রাখবেন। এবার প্রশ্নগুলোর কিছু নমুনা দেখুন -

-আপনি কি জানেন কেন আপনাকে এখানে আনা হয়েছে? জবাব- হ্যাঁ আমাকে আনা হয়েছে অমুক স্থানে বা ব্যক্তিকে হামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে। (অযথা আমি জানিনা বলে ভাব ধরার কোন কারণ নেই)

- আমরা তদন্ত করছি যে অমুক কাজটাকে করেছে। সরাসরি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি এটা করেছেন? জবাব- না। (এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় প্রশ্নকারীর চোখের দিকে নজর রাখবেন। কণ্ঠঃস্বর স্থির রাখবেন। গলা যেন কেঁপে না ওঠে, ভেঙে না যায়। খুব উঁচু বা নিচু স্বরে কথা বলবেন না। স্বাভাবিকভাবে বলবেন।)

- আপনি কি এমন কাউকে চিনেন যে এই কাজটা করতে পারে? জবাব- হ্যাঁ। অমুক লোক এই কাজ করতে পারে। সে সুবিধার মানুষ না। (নির্দিষ্ট কারো নাম বলুন। নিরপরাধ ব্যক্তিরা

সাধারণত কারো না কারো নাম বলে। কখনো কখনো তারা এটাও বলে যে, হতেও পারে ওই ব্যক্তি আসলে এ অপরাধটা করেনি।)

- আপনি কি এমন কোন ব্যক্তির কথা বলতে পারেন, যে অবশ্যই এই অপরাধটি করেনি? আপনার চেনাজানা সবচেয়ে নির্দোষ ব্যক্তির নামটি বলুন। অপরাধিরা সাধারণত কারো নাম দিতে পারেনা। কখনো কখনো তারা আরো নির্বোধের মতো জবাব দেয়, 'যে কেউ এই কাজটা করতে পারে"।)

- জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে অনুভূতি কেমন? জবাব- আমি চাই যেন অপরাধী দ্রুত ধরা পড়ে। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি সর্বোচ্চ সাহায্য করতাম। কিন্তু আমি জানিনা আপনারা আমার সাথে কেন কথা বলছেন। (রেগে যাবেন না কিংবা কোন নেতিবাচক কাজ করে বসবেন না। এই কাজগুলো সাধারণত অপরাধীরা করে থাকে।)

- আপনার কি মনে হয় এই ঘটনা আসলেই ঘটেছে? এটা একটা ফাঁদ। অধিকাংশ অপরাধীরা এই ফাঁদে পা দেয়। বিশেষ করে, হারানো টাকা কিংবা দুর্ঘটনা জনিত কারণে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আপনার উত্তর হবে, অবশ্যই এরকম হয়েছে। (কারণ যদি এই ঘটনা এভাবেই না হয়ে থাকতো, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন কারণ ছিল না)

- আপনার কি মনে হয়, এই কাজ কার করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? আবার আগের জবাব দিন। এটা মূলত একটা ফাঁদ যে, আপনি উত্তর পরিবর্তন করেন কিনা। পূর্বের লোকের নাম আবার একইভাবে বলুন।

- আপনার কি মনে হয়, কেউ এমন কাজ কেন করবে? জবাব- তারা সম্ভবত মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। (অপরাধীরা সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, কেউ সম্ভবত আমাকে ফাঁসাতে চায়। এই জাতীয় উত্তর দিলেই আপনাকে সাথে সাথে মিথ্যুক হিসাবে সন্দেহ করা হবে)

- আপনি কি কখনো এরকম কাজ করার কথা ভাবেন? জবাব- কখনোই না, স্বপ্নেও না।

- এই অপরাধীর কেমন শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন? জবাব- সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া উচিত। (অপরাধিরা সাধারণত বলিষ্ঠ কণ্ঠে শাস্তির দাবি করতে পারে না)

- আপনার ব্যাপারে তদন্তের ফলাফল কি হবে বলে মনে করেন? প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বলুন, আমি দ্রুতই মুক্তি পাবো।

- অপরাধীকে কি ভালো হওয়ার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত? জবাব- এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া উচিত।

- নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারবেন কি? এটাও একটা ফাঁদ। সে যাচ্ছে আপনি একটি alibi দাড় করান। তাহলে সে আপনাকে মিথ্যাবাদী বানানোর সুযোগ পাবে। সাধারণত নিরপরাধ ব্যক্তিরা নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারেনা। বলুন, না।

- আপনি কি পলিগ্রাফ পরীক্ষায় অংশ নিবেন? জবাব- অবশ্যই। কোন অসুবিধা নেই।

- পলিগ্রাফ পরীক্ষায় আপনার ফলাফল কেমন আসবে? একদম পানির মত। আমি মুক্তি পেয়ে যাব। (আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলুন)

- আমাদের তদন্ত কি দেখাবে যে, আপনার আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ কিংবা ডিজিটাল পদচিহ্ন ঐ ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে? জবাব- না।

এই শেষ প্রশ্নটা বেশ ঝামেলার হতে পারে। এই পর্যায়ে প্রশ্নকারী এমন কোন মজবুত প্রমাণ নিয়ে আসবে যে, আপনি সেখানে ছিলেন অথবা গিয়েছিলেন। এতে ঘাবড়ে যাবার কোন কারণ নেই। আগের মতই চেহারায় আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। যদি এই প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট হত, তাহলে সে কখনোই আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে আনতো না। আপনি ঘটনার স্থলে উপস্থিত ছিলেন বলেই অপরাধ করেছেন বলে প্রমাণ হয় না। যেভাবেই হোক, চেহারা ও স্বর স্বাভাবিক রাখুন। অস্বস্তি ঢেকে রাখুন। আপনি যদি এখন কথা বলেন, তাহলে আরও ফেসে যেতে পারেন।

এমতাবস্থায় উত্তম হল, প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন করা। এতে প্রশ্নকারী অপ্রস্তুত হয়ে যাবে। আপনি বলুন, আপনার কি মনে হয় আমার একজন ভাল উকিল রাখা দরকার?

আরও সুন্দর করে এভাবে বলা যায়, "আমার বিরুদ্ধে যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহলে আমি তা এখনই দেখতে চাই। কারণ আমি আপনাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হয় আমার থেকে এমন অপরাধের স্বীকারোক্তি বের করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যা আমি করি নি। আমি কি আমার উকিলকে ডাকবো? আমি তো কোন মিথ্যা তথ্য দেই নি (যা কিনা সত্য। কারণ এই বইয়ের কোথাও মিথ্যা বলার পরামর্শ দেয়া হয় নি। মিথ্যা যা বলার আপনার উকিল বলবে), আপনারা কেন আমাকে মিথ্যা ফাদে ফেলতে চাচ্ছেন? আমি একজন সাধারণ নিরীহ মানুষ, কোন অপরাধী না; আমি অবশ্যই ডিসি, মেয়র সবাইকে জানাবো; প্রয়োজনে সাংবাদিক আনাবো; সবাইকে বলব যে, আপনি একটি মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কিভাবে ফাদ তৈরি করেন।"

কথাগুলো মুখস্থ করে নিন। মনে রাখবেন, জিজ্ঞাসাবাদ একটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা। আপনি যদি আপনার প্রশ্নকারীর মনোবল ভেঙে দেন, তাহলে সে ধরে নিবে, আপনাকে অন্য কেউ ফাসিয়েছে। একারনে আমরা উপরে বলে এসেছি যে, আপনি নিজে থেকে এই কথা বলবেন না যে, আপনার শত্রুরা আপনাকে ফাসাতে পারে। পুলিশকে আপনার পছন্দ মতো ভাবতে সাহায্য করুন, আপনার পছন্দের সিদ্ধান্তে উপনীত করুন।

এই পর্যায়ে প্রশ্নকারী আপনাকে রুমে রেখে বাইরে চলে যাবার কথা কারণ সে রাজনৈতিক ও মিডিয়ার চাপ থেকে মুক্ত থাকতে চাইবে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ২টা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়:

- আপনি মিথ্যা বলেন কিনা। যদি বলেন, তার মানে হল, আপনি অপরাধী অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন।

- আপনাকে আবার রিমান্ডে নিবে কিনা। যদি মিথ্যা বলেন, তাহলে অবশ্যই নিবে।

আবারও বলছি, পুলিশ আপনাকে পুরো জিজ্ঞাসাবাদে মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে। প্রমাণ না থাকলেও স্পষ্ট প্রমাণ আছে দাবি করবে। এটাই তাদের কাজ। মিথ্যা তার জনককে দুর্বল করে দেয়। তাই এই পর্যায়ে সে অবশ্যই বেরিয়ে যাবে। আপনার সাক্ষাৎকার পুন:বিবেচনা ও পুন:মূল্যায়ন করবে।

এরপর যদি সে ফিরে এসে বলে যে, আপনার মত চোরের সাথে তার এক বিন্দু কথা বলার ইচ্ছা নেই। বুঝতে হবে, আপনাকে সে নিরপরাধ মনে করে অথবা সে বুঝেছে, আপনি ধুরন্ধর ব্যক্তি (সেক্ষেত্রেও সে আপনাকে ছেড়ে দিবে এবং ভবিষ্যতে অন্য অপরাধে ফাসাতে চেষ্টা করবে)। উভয় ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী।

চূড়ান্ত ধাক্কা

উল্লেখ্য, লেখক তার ক্যারিয়ারে কিছু ব্যতিক্রম দেখেছেন। যেমনঃ তার এক সহকর্মী একবার এক অপরাধীকে ছেড়ে দিতে মন:স্থ করে। কিন্তু রুমে ঢুকে একটি ফাইল টেবিলে ছুড়ে দিয়ে বলল, তোমার অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে। দরকার হলে ফাইল খুলে সব পড়ে দেখ।

ব্যস! অপরাধী আর নিজেকে আটকে রাখতে পারে নি। এমতাবস্থায় করণীয় হল, শব্দ করে একটু হেসে দেয়া। যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন তাহলে বলুন যে, আমার উকিল বাকিটা দেখে নিবে।

যদি মানসিক শক্তি থেকে থাকে তাহলে আরও কিছুটা খেলে নিন। এই পর্যায়ে পুলিশ আরো তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

১। বিষয়বস্তু প্রস্তুত: এখানে পুলিশ কিছু ভালো কারণ বলবে। ভালো কারণ হচ্ছে অপরাধ সংগঠন করার মানবিক ব্যাখ্যা। যেমন: সে বলবে তুমি চুরি করেছো কারণ তুমি ক্ষুধার্ত ছিলে; তোমার টাকা দরকার ছিল। এক মুঠো ভাত খাওয়ার জন্য চুরি করা খারাপ নয়।" এটাও একটা ফাদ। আদালতে আপনি কেন চুরি করেছেন সেটা বিবেচনা করা হবে না। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য পুলিশ এই পথে নানা তাল বাহানা করবে ।

২। আপনার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করার মত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ আপনাকে দেখাবে। সেটা আঙুলের ছাপ কিংবা অন্য কিছু। মনে রাখবেন, যদি এই প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট হত, তাহলে জবানবন্দি নেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কাজেই পাত্তা দেবেন না।

৩। তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে উপরের দুই পদ্ধতির মিশ্রণ। আপনাকে প্রমাণ দেখানো হবে, আবার পাশাপাশি আপনাকে ভালো কারণ দেখানো হবে। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ আরো অগ্রসর হয়ে নানা প্রকারের গল্প বলে থাকে, যেখানে সত্য স্বীকারোক্তি দেওয়ার কারণে বিভিন্ন অপরাধী আদালতে পার পেয়ে গিয়েছে; অল্প সাজা পেয়েছে কিংবা মুক্তি পেয়েছে ইত্যাদি বলে আপনার মনকে নরম করার চেষ্টা করবে । বলাবাহুল্য, এ সকল গল্পের কোন ভিত্তি নেই। যারাই জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে সততা দেখায়, তাদের কেউ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না, জেলখানাতেই থাকে।

মনে রাখবেন, জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে মিথ্যা কিংবা আধা সত্য বলে ধরা পড়া, আর সত্য সাক্ষ্য দেওয়া একই কথা। দৃঢ় কণ্ঠে, দ্রুততার সাথে অপরাধ অস্বীকার করুন।

জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ ২টি জিনিস চায়-

১। অপরাধ মেনে নেয়া বা জড়িত থাকার কথা স্বীকার করা। পুলিশ বলবে, "আমি জানি তুমি খুন করার মত মানুষ না, তুমি শুধু ওদের সাথে উপস্থিত ছিলে। কিন্তু ওরা খুন করে ফেলবে একথা তুমি কল্পনাও কর নি। আমি আদালতে তোমার জন্য সুপারিশ করব। তুমি বাকিদের নাম বলে নিজের জড়িত থাকার কথা মেনে নাও।"

২। অপরাধ করেছে স্বীকার করা। এক্ষেত্রে যাবজ্জীবন হতে পারে, তবে হত্যা পরিকল্পিত ছিল বলে স্বীকারোক্তি দিলে ফাসি।

দক্ষ প্রশ্নকর্তার সাথে মোলাকাতের ৪টি ফলাফল-

১। আপনি মেনে নেন

২। স্বীকার করেন

৩। চুপ থাকেন, উকিল ছাড়া কথা বলেন না

৪। স্বীকারোক্তি দেন না, হয়তো প্রশ্নকারীকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হন যে, আপনি নির্দোষ ।

একজন বিরক্তিকর মানুষের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আত্মবিশ্বাসের সাথে বসে থাকাই এখানে পরীক্ষা ।

পুলিশ ও উকিলের আত্মবিশ্বাস বিপরীতমুখী

পাতা ১৪৫, you can force a good interrogator to give up, you will profoundly shake his faith in your guilt!

যদি প্রশ্নকর্তাকে কক্ষ ত্যাগ করাতে পারেন, তাহলে আপনি তার মনে আপনার অপরাধী হবার বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিতে পারলেন।

আগেও বলেছি, আপনার উকিল থানায় পৌছানোর পর আপনার ব্যাপারে পুলিশের রিপোর্ট সাদা কাগজের মতো হতে হবে। উকিল এবং পুলিশ পরস্পর তথ্য বিনিময় করে।

I've seen cases quietly dropped because a cop has told a prosecutor that he “doesn't feel right” about a case. The last thing prosecutor wants on the stand is a cop who is not sure about the defendant's guilt.

উকিল নীরবে মামলা ত্যাগ করবে, যদি পুলিশ তাকে বলে যে, কিছু একটা ঘাপলা আছে। উকিল শুধু শুনতে চায় যে, পুলিশ এখনো নিশ্চিত না। তাই পুলিশের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়াই এখানে লক্ষ্য। অন্তত উকিল যখন পুলিশের রিপোর্ট তলব করবে, তখন স্বীকারোক্তি না থাকা চাই।

রাগের ক্ষতি

People who are accused of crimes are often angry about it, and show it. The difference between the innocent person and the guilty is that the guilty either cannot maintain anger well, or stay angry too long.

অভিজ্ঞতা বলছে যে, অপরাধীরা থানায় রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। নিরপরাধ ব্যক্তিরাও করে, তবে অপরাধীরা ক্ষোভ নির্দিষ্ট স্তরে বজায় রাখতে পারে না কিংবা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ক্রুদ্ধ থাকে।

If I told you a joke when you are truly angry, you would not laugh. However, guilty suspects "slip in and out" of feigned anger easily, and trip themselves up that way.

এই অবস্থায় পুলিশ আশেপাশে হাসি ঠাট্টা করে। আর চতুর্দিক থেকে চোখ ও ক্যামেরা আপনার দিকে তাক করা থাকবে। সাধারণত অপরাধীরা তখন হেসে দেয়। তাদের ক্রোধ বজায় রাখতে পারে না।

নিরপরাধ ব্যক্তিরা এসব কৌতুকে হাসে না। তারা জিজ্ঞাসাবাদের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে শান্তও হয়ে যায়। কিন্তু অপরাধীরা স্বীকারোক্তি দেয়ার আগ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ থাকে।

আপনার যদি রাগের অসুখ থাকে। তাহলে শুরুতেই বলুন যে, আমি উকিলের সাথে কথা বলব।

অধ্যায় ৪

অনিশ্চিত পরিস্থিতি

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা নিয়মতান্ত্রিক দক্ষ অফিসারদের আচরণ । আপনি যেহেতু জঙ্গি, আপনাকে বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা বিরক্ত করার কথা। এবং তানজিমের বিভিন্ন ভাইদের বক্তব্যও তেমন ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কিছু পুলিশ থাকবেই যাদের আচরণ unpredictable. আর বাংলাদেশের পুলিশদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব আছে। তারা কাঠামোগত জিজ্ঞাসাবাদে অভ্যস্ত না। তাই এদের দেখা আপনি অহরহ পাবেন। এই জাতীয় প্রশ্নকারীরা ভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। আমরা আগে দেখবো এই জাতীয় প্রশ্নকারীদের বৈশিষ্ট্য কি। তাহলে আপনি শুরুতেই আন্দাজ করতে পারবেন যে, আপনার কৌশল পরিকল্পনা মাফিক এগোতে না-ও পারে।

- সে শুরুতেই আপনাকে আসল বা নকল প্রমাণ উপস্থাপন করে ঘাবড়ে দিতে চাইবে।

- আপনাকে স্বীকারোক্তি দেয়ার উপকারিতা নিয়ে ওয়াজ মাহফিল শুরু করবে।

- নানাভাবে সিনেমা স্টাইলে ভয় দেখাবে।

- সে বলবে, "আরে তোর ব্যাপারে আমি সব জানি। তুই অমুক অমুক কাজ করিস, অমুক জায়গায় যাস, তোর বন্ধু অমুক। ইত্যাদি"। দক্ষ গোয়েন্দারা সাধারণত এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুরুতেই ফাস করে না। এগুলো তাদের শেষ চাল চালার জন্য জমিয়ে রাখে।

- একবার এক কথা বলবে, একটু পরেই আবার আরেক কথা বলবে।

- একজন সহকারীকে নিয়ে ভাল পুলিশ-মন্দ পুলিশ খেলা খেলবে। মানে, একজন কঠোর স্বভাবের অভিনয় করবে, আরেকজন বন্ধুসুলভ।

- আপনাকে মারধর করবে।

- আপনার জীবন অতিষ্ট করে তুলবে বলে তর্জন গর্জন করবে।

- আপনি স্বীকারোক্তি দিলে পুলিশ সাজা মওকুফের সুপারিশ করবে বলে ওয়াদা দিবে।

করণীয়:

- সবর: এই পর্যায়ে সময় গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় । আপনি তাকে যতক্ষণ অপেক্ষা করাবেন, তার উপর তত চাপ আসতে থাকবে। সে তত বেশি হন্যে হয়ে উঠবে। আপনাকে আপনার জড়িত থাকার প্রমাণাদি বমি করে বলে দিবে। এই সময়ে উকিলের সাথে পরামর্শ করে কৌশল ঠিক করে নিন।

- তারা সাধারণত আধা ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক ঘণ্টা কখনই অতিক্রম করে না।

- তার কৌশল ফুরিয়ে গেলে আবার শুরু থেকে কৌশলের পুনরাবৃত্তি করবে।

- শান্ত থাকুন। আগের অধ্যায়ের বাঘা উকিলের চেম্বার থেকে বাগিয়ে আনা ভিজিটিং কার্ড ভদ্রতার সাথে ব্যবহার করুন।

- অপেক্ষা করতে হবে যেন তার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে একজন দক্ষ অফিসার আসে।

সতর্কবার্তা

After they gave up on a suspect, I would roll in and ask if I could try to get a confession, and I usually did. The reason is that after the unsophisticated interrogator gave up, the suspect got lax.

অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ অফিসার পৌছানোর আগেই জুনিয়র পুলিশরা স্বীকারোক্তি আদায় করে হিরো সাজতে চায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস লাভ করে। সে মনে করে, আগের জনকে বোকা বানিয়েছি, এটাকেও বানাবো। আগেই বলেছি, সিনিয়র অফিসার সবসময় পেশাদার পরিপাটি পোশাকে থাকে না। আর এভাবে অপরাধী তার শিথিলতার কারনে পরের জিজ্ঞাসাবাদে ফেসে যায়।

অযোগ্যের পর যোগ্য

অদক্ষের পর দক্ষ গোয়েন্দা আসলে কৌশলে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। যেমনঃ

- সে এসে আগের প্রশ্নকারীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে।

- নিজেকে উন্মাদ বা বোকা প্রমাণ করে এমন কাজ আসামীর সামনে করবে।

- সরাসরি কাইনেসিক ইন্টারভিউ নিবে, তারপর চূড়ান্ত ধাক্কা দিবে।

- তারপর আপনার উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মোবাইল ব্যবহার শুরু করবে। এভাবে ঘণ্টা পার করে ফেলবে। তারপর অপ্রাসঙ্গিক বিরক্তিকর আলোচনা শুরু করবে, যতক্ষণ না আপনি নিজে আলোচনা মামলার বিষয়ে না নিয়ে আসবেন। কিন্তু প্রশ্নকারী এই টপিক উপেক্ষা করা শুরু করবে যতক্ষণ না আসামী উতকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে স্বীকারোক্তি দেয়।

- অথবা সে আপনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। এটাকে pregnant silence method বলে। এতে ব্যক্তির উপর অস্বস্তি ও মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং সে নীরবতা ভাঙতে কথা বলা শুরু করে।

পুলিশকে সহযোগিতা

একজন পুলিশ যদি আপনার বাসা, অফিসে যায় কিংবা ফোন করে কথা বলতে চায়। আপনি কি রাজি হবেন? অভিজ্ঞতা বলছে, নিরপরাধ এবং পাকা অপরাধীরাও রাজি হবে। এতে অপরাধীদের জন্য একটি ঝুঁকি তৈরি হয়। যেমনঃ

- একবার এক দরজায় গিয়ে গোয়েন্দা দাবি করে, আমি জানি তোমার কাছে অমুকের পিস্তল আছে। তুমি সেটা আমাকে দাও। বেচারা, একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ঘরের পিছনে নিয়ে সেটা সমর্পণ করেছিল। এজন্য আমরা বইয়ের শুরুতেই তিনটি মূলনীতি বলেছি।

- মাদক ব্যবসায়ীদের দরজায় ক্রেতা সেজে মাদক কিনতে চেয়ে লেখক অসংখ্যবার সফল হয়েছে। (অনেক ক্ষেত্রে, আপনার অবর্তমানে পুলিশ আপনার বাড়ি গিয়ে বলবে, আপনার হাজবেন্ডের আজকে একটা (বোমার) টাইমার সার্কিট দেয়ার কথা। আমরা সেটা নিতে এসেছি। আপনার স্ত্রী তা দিল না, কিন্তু বলল, আচ্ছা, ভেতরে বসুন। ব্যস! ফেসে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট)

কোন পুলিশ তদন্তের সাথে আপনার সাথে যোগাযোগ করাটা ঝুকিপূর্ণ। আপনি অপরাধী কিনা সেটা জরুরি না। পুলিশ শুধু কেস ক্লোজ করতে চায়। তাই থানায় দেখা করতে বলা মানে, আপনাকে রিমান্ডে নেয়া হবে।

এই অবস্থায় ঝামেলা এড়াতে চাইলে, তার পোশাকের প্রশংসা করে আপনার উকিলের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলুন যে, আপনার উকিল বলেছেন যে, সরাসরি তার সাথে কথা বলতে । কপাল ভাল থাকলে এই গোয়েন্দা আপনার পিছু ছেড়ে দিবে অথবা আপনার নামে ওয়ারেন্ট জারি করবে।

প্রতিদিন যে পরিমাণ মামলার কাগজ টেবিলে জমা হয়, তার সামান্যই সমাধান করা হয় । আর মাস গেলে বেতনও তেমন পাওয়া যায় না। তাই তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ এড়াতে পারলেই সে আপনাকে ত্যাগ করে অন্য সহজ শিকার খুজবে। তবে আপনার নামে নিকটবর্তী থানায় আগেই কোন অপরাধের ফিরিস্তি থাকলে বেচে থাকা যাবে না। তাছাড়া অধিকাংশ তদন্তকারী অফিসারের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থাকায় সহজে পিছু ছাড়ানো যায় না। আর আপনার যেহেতু দাড়ি-টুপি আছে, আপনাকে এত সহজে ছাড়বে না। তাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে যান।

উপদেশ: কখনোই পুলিশের সাথে কথা বলবেন না।

অধ্যায় ৫

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আপনি ভাবতে পারেন যে, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই। কিন্তু লাভ আছে। এক পুলিশ আরেক পুলিশের বিরুদ্ধে সবসময়ই লেগে থাকে সফলতার খ্যাতি নিজের নামে লিখিয়ে নেয়ার জন্য।

আবার আলাদা প্রশাসনিক পুলিশ রয়েছে পুলিশের কুকর্ম তদন্তের জন্য। একই কর্মকর্তার নামে একাধিক অভিযোগের ইতিহাস থাকলে প্রশাসনিক পুলিশ আগমন করে। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উৎপাদন করা ছাড়া এই প্রশাসনিক পুলিশের কোন কাজ নেই। সারাদিন টেবিলে বসে অভিযোগ প্রসব করে পেটের ভুড়ি গরম করাই তাদের কাজ।

করণীয়:

- স্থানীয় প্রশাসনিক পুলিশের দপ্তরে যান।

- আপনার সাথে তদন্তকারী গোয়েন্দার কি কি কথোপকথন হয়েছে যেগুলোর সাথে আপনার বিরোধ রয়েছে সেগুলো বলুন। তবে মিথ্যা বলবেন না, ভুয়া প্রমাণ তৈরি করবেন না; তাহলে আরও ফেসে যাবেন।

- কাগজে লিখুন

- নোটারী করুন।

- অফিসের বড় স্যারের কাছে বা তার চামচার কাছে যান।

- বলুন যে, আপনি অমুক অফিসারের নামে তদন্ত করাতে চান। নতুবা আপনি আরও সিনিয়র প্রশাসনিক ভুড়ির টেবিলে যাবেন।

মনে রাখবেন, ছোট ভুরির লোকেরা বড় ভুরিকে ভয় পায়। কারণ বড় ভুরি তার অধীনের ছোট ভুরি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে না জানলে ভুরি গরম হয়ে যাবে।

- আপনার উকিলের ভিজিটিং কার্ড দেখান এবং বলুন যে, পরের বার আপনি আপনার উকিলকে সাথে নিয়ে আসবেন।

উকিলরা তাদের ভুরি কমিয়ে নিজের ভুরি বাড়াতে পেনশনের টাকাও খেয়ে নিবে।

ফলাফল: এবার পুলিশ স্বয়ং পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে ব্যস্ত থাকবে।

ফাযায়েল:

- গোয়েন্দা নিজেই আরেক তদন্তে ব্যস্ত থাকবে।

- প্রশাসনিক পুলিশ গোয়েন্দাকে চাপ দিবে। এমনকি খুনের মামলাতেও তারা জনগণকে হয়রানি করতে নিষেধ করার রেকর্ড আছে।

- রাষ্ট্রপক্ষের উকিল চায় না যে, কোন অফিসারের বিরুদ্ধে অসদাচারণের তদন্ত চলমান থাকুক।

রাযায়েল:

- আপনি এবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবেন। থানার সব পুলিশ আপনাকে চিনে ফেলবে।

- গোয়েন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে আপনাকে ভাল মতো আপ্যায়ন করার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে আপনি আবার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

- একদিন না একদিন সে আপনাকে আবার ফাসানোর চেষ্টা করবে।

মনে রাখবেন, ভাল হয় যদি অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জড়িত করা যায়। পুলিশে ধরলে র্যাবের কাছে, ডিজিএফআই, সিআইডি, পিআইবি, পিবিআই সর্বত্র চেষ্টা করুন। এতে কোন না কোন ভুরিতে ঢেউ উঠবেই। প্রয়োজনে সাংবাদিকদের ব্যবহার করুন। আজকাল কয়েক হাজার টাকা দিয়েই জাতীয় দৈনিকে সংবাদ বের করা যায়। অন্তত সরকার বিরোধী মিডিয়াকে তো

ব্যবহার করাই যায়। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশের দুই জন প্রখ্যাত আলেম ও একাধিক জেনারেল লাইনের ভাইকে গিলে ফেলতে চাইলেও বমি করে দিতে বাধ্য হয়েছে র্যাব। যদিও তারা মানহাযী নয়, এবং জেনে বুঝে কাজটা তার আত্মীয়স্বজনরা করে নি। তারা অবশ্যই আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত ছিলেন।

মনে রাখবেন, প্রশাসনিক পুলিশ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে অভ্যস্ত না। তাই সাধারণ স্বাভাবিক তদন্ত কার্যক্রমকেও অভিযোগ পত্রে হয়রানি হিসাবে উল্লেখ করা যায়। আর এটাই গোয়েন্দার পক্ষে খণ্ডণ করা মুশকিল। তবে ভুকেও মিথ্যা বলবেন না।

আমাদের বুযুর্গদের দেখুন তারা মিথ্যা থেকে কিভাবে বেচে থাকত। মীরাটে হযরত গাংগুহী রাহ:-কে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে বন্দুক আছে? তিনি তসবীহ দানা দেখিয়ে বললেন,এটাই আমাদের অস্ত্র।

মাওলানা কাসেম নানুতুভী রাহ:-কে মসজিদে ঘেরাও করে ফেলা হল। পুলিশ তাকে চিনতো না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, মাওলানা কাসেম কোথায়? তিনি উঠে দাড়িয়ে একটু সরে গিয়ে বললেন যে, একটু আগে এখানেই বসে ছিল।

অনেক ভাই জিহাদে মিথ্যা বলা জায়েজ মনে করে ঢালাওভাবে মিথ্যা বলা শুরু করে। বিষাক্ত পদার্থের কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া আছে। প্রয়োজনে অভিযোগপত্রে ধোয়াশাচ্ছন্ন শব্দ ব্যবহার করুন।

বাস্তব উদাহরণ

একবার পুলিশ একটি জানালা ভাঙ্গা দেখতে পায়। নিচেই ঝোপের কাছে এক ব্যক্তি শুয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে জানালা চুরি করার জন্য ভেঙেছে কিনা। সে অস্বীকার করে এবং জানায় যে, সে রাস্তায় থাকে; তার বাড়িঘর নেই। তাই সে সেখানে শুয়ে আছে। কে জানালা ভেঙেছে তা সে জানে না। পুলিশ কথা শোনার পর একটি ফাঁদ পাতলো। সে তার সহকর্মী কে পাঠালো যেন সে কোন সাক্ষী খুঁজে আনে। সহকর্মী নিকটবর্তী একটি দোকানের মালিককে পাশের গলি থেকে নিয়ে এলো। দোকানদার কিছুই বলেনি শুধু তাকে যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল

সেভাবে দূর থেকে আসামির দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে এবং মাথা নাড়িয়ে কিছু বলার অভিনয় করে। ব্যাস, এতেই আসামি স্বীকার করে নেয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

পুলিশ জানে কিভাবে আপনাকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করতে হবে। থানায় এমন অনেক অভিযোগকারী আসে এবং ঘোরাফেরা করে যারা তাদের উপর জুলুম করেছে এমন ব্যক্তিকে খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। তাই পুলিশ এমন একজনের কাছে যাবে এবং বলবে, তোমার মোবাইল চুরি হয়েছে। আমি এমন একজনকে জানি, যে মোবাইল চুরি করে। তোমার মোবাইল কে নিয়েছে তা খুঁজে পাওয়া না গেলেও এরকম হাজার চোরের একজনকে তো শাস্তি দেয়া দরকার। তাই তুমি এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দাও। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই অভিযোগকারী আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আসামীকে মারধর করার চেষ্টাও করেছে। আপনার সাথেও এরকম হতে পারে। পুলিশ কোন সেকুলারকে বলবে , দেখো। অমুক জঙ্গি হামলায় মারা গেছে। আসল অপরাধী ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি এমন অনেক ইসলামপন্থীকে চিনি, যারা একই রকম মতাদর্শ ধারণ করে। এদের শাস্তি দিলেও অন্তত অমুকের আত্মা শান্তি পাবে। সুতরাং তুমি সাক্ষী দাও। অতঃপর আগের ঘটনার মত এই ব্যক্তি সাক্ষী দেয়ার অভিনয় করবে যেন আপনার স্বীকারোক্তি নেয়া যায়।

মিথ্যা বললে বক্তা মিথ্যা বাক্যটি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে বলে যেমন কোন শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমি কি চকলেট চুরি করেছো সে বলবে না পার এই না বলার পরের ভেতর একটা প্রশ্ন লুকিয়ে থাকবে কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি চুরি করতে পারি কাজেই পুরো বয়ে আমরা মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছি কিন্তু কখনো বলতে হলেই বাক্যটি প্রশ্নসূচক ভাব বা গলায় প্রশ্ন সূচক হওয়ার আনবেন না

তৃতীয় উদাহরণ:

পুলিশ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীমূলক যন্ত্র ও প্রযুক্তির কথা বলবে। যেমনঃ উড়ে উড়ে তো খুন করতে যাও নি। আমাদের এক্সপার্ট টিম ঠিকই UV রশ্মি দিয়ে পায়ের ছাপ বের করবে।

তারপর একটা ফাইল টেবিলে ছুড়ে দিয়ে বলবে, তোমার অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে।

উদাহরণ চার:

আজকাল চারদিকে সিসি ক্যামেরার ছড়াছড়ি। কাইনেসিক প্রশ্নের সময় পুলিশ বলতে পারে, একটা সিসি ক্যামেরায় তোমাকে অমুক কাজ করতে দেখা গিয়েছে কেন?"

সে আপনার চোখের গতিবিধি লক্ষ্য করবে।

উদাহরণ পাচ:

সাধারণত আমরা কথা বলার সময় চার থেকে সাত ফুট দূরত্ব রাখি। এর কমে সাধারণত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আসতে পারে। এই পদ্ধতিতে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণের ফুলঝুরি ছুড়তে ছুড়তে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে একদম কোলে চড়ে বসবে। এটাকে **পাভলভের কৌশল বা কমান্ডার টাচ** বলে। এতে আসামি শক খাওয়ার মত আতকে উঠে।

এর সমাধান হল, সে আপনাকে স্পর্শের আগেই তাকে স্পর্শ করা। এতে করে পাল্টা সে আতকে উঠবে।

উদাহরণ ছয়,

আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানে আঘাত করা। এই পদ্ধতিতে পুলিশ আপনাকে বলবে, তুমি একজন শিক্ষকের ছেলে হয়ে মিথ্যা কিভাবে বল? সাহাবীরা কি এই ইসলাম শিখিয়েছে? তারা তো বীরের মত শত্রুর সামনে দাড়িয়ে সত্য কথা বলতে দ্বিধা করত না ইত্যাদি।

উদাহরণ সাত:

সহযোগীর ধোকা: সহযোগী নিয়ে অপরাধ করলে পুলিশের সোনায় সোহাগা। সে আপনাকে বলবে, তোমার বন্ধু তো বলল যে, তুমি এই এই করেছ।

এর সমাধান বইয়ের শুরুতে তিনটি মূলনীতি শিরোনামে বলা হয়েছে।

তদন্তনামা

মামলা এক:

মামলার শুরু হয় হাসপাতালে পাওয়া একটা লাশ নিয়ে। তার পায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধমনী ছাইদানি দিয়ে থেতলে দিয়েছে বলে সন্দেহ হল। এতে রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। মারা যাবার আগে সে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কয়েক পায়ের বেশি যেতে পারে নি। সন্দেহ কোন দক্ষ শল্যচিকিৎসকের দিকে কিন্তু ক্ষতস্থানে দক্ষতার ছাপ ছিল না। আর নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে ডাক্তার নেই। কারণ অভিজ্ঞতা বলে, খুনী সাধারণত নিকটতম আত্মীয় হয়, ডাকাতি মামলা ছাড়া। হাসপাতালে নিহতের বান্ধবীকেও পাওয়া গেল না।

আমরা যখন বাড়িতে পৌছালাম, তখন দেখলাম তার বান্ধবী, মানে যার সাথে লিভ টুগেদার করত, সে সিড়ির রক্ত ধুচ্ছে। আমাদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। তবে একজন বান্ধবীর ক্ষেত্রে ২ অবস্থা হতে পারে, সে আত্মরক্ষার জন্যে খুন করেছে (কারণ ক্ষতস্থানে এলোমেলো আঘাত ছিল) কিংবা প্রত্যক্ষদর্শী (কারণ একটা মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষকে ধরাশয়ী করা মুশকিল। আর সে নিহতের হয়ে মামলা দায়ের করে নি। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত)। মেয়েটাকে এই দুই সম্ভাবনা মাথায় রেখে জোরালোভাবে জেরা করা হল। এতে বেশ অস্বস্তি পরিলক্ষিত হয়। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সে তার উকিলের সাথে কথা বলতে চায়।

(বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ বা ৩৫ অনুচ্ছেদে গ্রেফতারের কারণ জানানো এবং উকিল নিয়োগের বা আইনি পরামর্শ প্রাপ্তির অধিকারের কথা থাকলেও জঙ্গিদের এই সুবিধা না দেয়া স্বাভাবিক)

অধিকাংশ পুলিশ এই পর্যায়ে তদন্ত থেকে সরে যায়। কিন্তু আমি যখন উকিলের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, জানতে পারলাম, সে সস্তা উকিল।

দ্বিতীয় ভুল হল, উকিলের সাথে থানায় দেখা করার কথা বললে, উকিল থানায় আসতে রাজি হয়ে যায়। থানার চেয়ে চেম্বারে বা মোবাইলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উকিল বেশি কৌশল খাটাতে পারে, তার সহকর্মীদের থেকে পরামর্শ নিতে পারে

যাইহোক, উকিল এলে তাকে বলা হল যে, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আঘাতটা যেহেতু মাথা, গলা বা বুকে নয়। খুব সম্ভবত মক্কেল আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। আমরা শুধু আপনার পক্ষ থেকে সহযোগিতা চাই।

দক্ষ উকিলরা অহেতুক মক্কেলকে হয়রানি করতে বাধা দিত। কিন্তু সে রাজি হয়ে গেল।

ব্যস, আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করলাম। সে প্রথমে স্বীকার করল, সে আত্মরক্ষার জন্যে আঘাত করেছিল। পরে স্বীকার করল যে, লোকটার আরেকজন রক্ষিতা ছিল। তাই শাস্তি দেয়ার জন্য সে আঘাত করে। কিন্তু সে খুন করতে চায় নি।

(সাধারণত মেয়েরা শুরুতে পুরুষদের কোন বস্তু দিয়ে আঘাত করে। কারণ সে পুরুষের উচ্চতা ও শারীরিক সক্ষমতা দ্বারা মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং আগে আঘাত করে এই নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে চায়। কিছু সম্ভব না হলে, মুখ চালিয়ে যায়। - জর্ডান পিটারসন)

উকিল অদক্ষ বলে মনে হলে তৎক্ষণাৎ উকিল পরিবর্তন করবেন।

মামলা দুই:

চুরি-ডাকাতির মামলায় অপরাধী খোজা ভুত খোজার মত। কারণ অপরাধ নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন অনুসরণ করে না। একারনে অনেক সময় খুনের ঘটনা ডাকাতির সাথে সম্পৃক্ত করে কপিক্যাট টাইপ কাজ করা সুবিধাজনক। এরকম এক বৃদ্ধা বাড়ি ছেড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন ঘরের সব খাবার কে খেয়ে গেছে, আর মূল্যবান জিনিসপত্র নেই। সাথে এক জোড়া বুট নেই, যা তার এক নাতি নিতে চেয়েছিল।

চুরির মামলায় পুলিশ কান দেয় না। কিন্তু বৃদ্ধা যখন তার দ্বিতীয় নাতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বললেন, তখন লেখক একবার চেষ্টা করে দেখলেন। এক বোতল কোকের দাওয়াত দিতেই ছোট নাতি থানায় চলে এল। এখন উভয় নাতি জেলে আছে। এমনিতেও শিশুদের সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য ।

ঘটনা তিন:

ঘরোয়া ঝগড়া কেন্দ্র করে লেখককে এক বাড়িতে যেতে হল। আগেই বলা হয়েছে, পুলিশ অহেতুক কাজের ঝামেলা পছন্দ করে না। দম্পতির সাথে কথা বলে জানা গেল যে, মহিলা ক্যাসিনোতে জুয়া খেলতে চেয়েছিল। স্বামী দেয় নি। লেখকের মাথায় রক্ত উঠে গেল। এক পর্যায়ে কোন কারণ ছাড়াই মহিলা বলল, সে যদি একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে তবে তাকে জেলে নেয়া হবে কিনা?

লেখক বলল, না। বেরিয়ে এসে খোজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেল। বর্তমানে মহিলা জেলে আছেন।

ঘটনা চার:

অনেক বছরের পুরাতন একটা ফাইল লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হল। একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। বাচ্চাটা মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত ছিল যে, কোন কথা বলছিল না। একজন দাতের ডাক্তারের উপর সন্দেহ ছিল , কিন্তু কোন প্রমাণ ছিল না।

লেখক তার বাড়িতে দেখা করে জানতে পারলেন যে, তার কোন বউ বেশিদিন টিকে নি। তাকে কেন একটা পুরাতন ধর্ষণ মামলায় সন্দেহ করা হয়েছিল ব্যাপারে তার মতামত জেনে এবং থানায় এক বোতল কোক খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে চলে এলেন।

সে আসার পর তাকে লেখক তার স্ত্রীর মৃত্যুর গল্প শুনিয়ে এবং বর্তমানে রাস্তায় বাচ্চা মেয়েদের দেখে তার চোখ আটকে যাওয়া ও দেহের বিবরণ দিয়ে কিছু মন্তব্য করে আরও আপন করে নিল। একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি দেখিয়ে লেখক বলল যে,এটা তার বর্তমান বান্ধবী। আসামী সেটা বিশ্বাসও করল। এক পর্যায়ে বলা হল যে, "আপনি সেই দাতের ডাক্তারের কথা শুনেছেন যে, বাচ্চা মেয়েদের এইডসে আক্রান্ত করছিল? এদের ধরা খুব সহজ, কারণ rna ভাইরাস পোষক দেহের ডিএনএ বহন করে আনে। এরকম কোন মেয়ের শরীরে কি আপনার ডিএনএ পাওয়া যেতে পারে?"

সে বলল, "আআআ... চুমু দেয়ার কারণে হতে পারে"

অত:পর তার সামনে প্রতিবেশীর কুকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফাইল রেখে বলা হল যে, তার বিরুদ্ধে সব প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ফাইলের সাইজ দেখে সে অবাক হয়ে বলল, সর্বনাশ! এত বড় ফাইল আমার উপরে করা!" বলে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফেরার পর তাকে পাভলভের পদ্ধতিতে নানা অভিযোগের ফুলঝুরি শুনিয়ে স্পর্শ করলাম। স্পর্শ করা মাত্রই সে লাফিয়ে উঠছিল। বর্তমানে সে জেলে আছে। আশা করি, সেখানে অনেকেই তাকে আরও স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করছে।

ঘটনা পাচ:

একবার একটা তদন্তের সময় এক তরুণীর জবানবন্দী নেয়া হল। যদিও সে সন্দেহভাজন ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরে তার দেহভঙ্গির রেকর্ড লেখক সংরক্ষণ করেছিলেন। কয়েক মাস পর আরেকটা মামলা হাতে আসলো। আর তখন মেয়েটি ঠিকই সন্দেহভাজন ছিল। লেখক সরাসরি কাইনেসিক প্রশ্নে চলে গেলেন। আর স্পষ্ট তফাত লক্ষ্য করা গেল। এক পর্যায়ে একটি ভুয়া ফাইল টেবিলে ছুড়ে দিলে সে স্বীকারোক্তি দিয়ে দিল।

শিক্ষা: আপনি অপরাধী না হলেও আপনার স্বাভাবিক আচরণ পুলিশকে কখনোই জানতে দেয়া যাবে না। আপনার আচরণ ডাটাবেসে সংরক্ষিত থাকে, যা অন্য পুলিশ পরবর্তীতে জেনে নিতে পারবে।

ঘটনা ছয়:

ড্যানি নামের একটা ছেলেকে তার ১২ বছর বয়সে লেখক প্রথম দেখেন। তখনই সে ৬ ফুট ছিল, আর ওজন ২ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমান ছিল। সে কাউকে ভয় পেত না। একটা বয়সে সে আরও বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে যায়। তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। সে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিল এবং একদম মুখ খুলছিল না। প্রায় ২ ঘণ্টা তার জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে টেবিলের উপরে যা পাচ্ছিল তা নাড়াচাড়া শুরু করে। এটা মানসিক চাপ মুক্ত করার একটা

অবচেতন কৌশল । শুধু তাই না, সে লেখকের ভিজিটিং কার্ড গিলে ফেলা শুরু করল। এক পর্যায়ে লেখক বললেন যে, তোমার কি খিদে পেয়েছে নাকি বেশি নার্ভাস হয়ে গেছ?

আরেকটু চাপ দিতেই সে মানসিক চাপ থেকে বাচতে স্বীকারোক্তি দিল।

ভুল: নিরপরাধ ব্যক্তিরাও মানসিক চাপের শিকার হয়। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে চাপ মুক্ত হয়ে যায়। অপরাধীরা তা পারে না। তাদের চাপ বাড়তেই থাকে।

হাত নড়াচড়া করতে ইচ্ছা হলেই করা যাবে না। প্রয়োজনে হাত উরুর নিচে ঢুকিয়ে বসে থাকবেন।

ঘটনা সাত:

মিস রবারের নামে পূর্বের তরুণী আগেই কিছু তথ্য দিয়েছিল। তাই তাকে থানায় কোক পানের দাওয়াত দিতেই সে চলে আসে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে উঠে চলে যায়। যেহেতু তার নামে গ্রেফতারি পরওয়ানা আগেই বের করা ছিল। তাকে গ্রেফতার করে আবার নিয়ে আসা হয়। তাকে স্বীকারোক্তি দিলে আইনি সুবিধা দেয়া হবে আশ্বাস দিতেই সে স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয়।

ঘটনা ৮:

একদল যুবক ভাড়ার গাড়ি (রেন্ট এ কার) চুরিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিল। অনেক পরিশ্রমের পর তাদের দুইজনকে একদিন ধরা হয়। তারপর উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এতে আসল নেতাকে আন্দাজ করা গেল। সে খুব দক্ষ ছিল এবং মুখ খুলছিল না। ইতিমধ্যে দলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে আসা হয়। তারপর নেতাকে আলাদা করে থানায় নিয়ে রেখে দেয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

বাকিরা সন্দেহ শুরু করে যে, কোন স্বীকারোক্তি নেতা দিয়েছে কিনা। এক পর্যায়ে পুলিশ নেতার স্বাক্ষর নকল করে ফেলে এবং একটি সাদা কাগজে স্বীকারোক্তি ও স্বাক্ষর লিখে টেবিলে রেখে দেয়। তারপর প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। সে ঢুকে টেবিলে স্বীকারোক্তি ও

স্বাক্ষর দেখে পড়ে নেয়। একজন স্টাফ এসে দ্রুত সেই কাগজ তার হাত থেকে নিয়ে ফাইলবন্দি করে এবং চলে যায়।

সবার সাথে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। সবাই স্বীকার করে নেয়।

সমাধান: সহযোগী স্বীকারোক্তি দিয়েছে বলেই আপনাকেও দিতে হবে এমন কথা নেই। আপনার উকিল সহজেই সহযোগীর স্বীকারোক্তি আদালতে গিয়ে হেসে উড়িয়ে দিয়ে আসবে।

২য় পদ্ধতি হল, মাসউল ভাই অপরাধের আগে পরে কিছু কিছু সম্ভাব্য প্রমাণ এদিকওদিক করে ফেলা। যেমনঃ ঘটনাক্রমে কোন দুর্বল ভাই স্বীকারোক্তি দিল, অমুক স্থানে অপারেশন শেষে মোটরসাইকেল লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ গিয়ে সেখানে কিছু পেল না। কারণ মাসউল ভাই সবার অগোচরে সেটা অন্যত্র নিয়ে লুকিয়েছে। এভাবে স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর জবানবন্দী ভিত্তিহীন হয়ে যাবে। আর আদালতে প্রহসন তৈরি হবে। ততক্ষণে মিডিয়াকে জড়িয়ে ফেলতে পারলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

ঘটনা ৯:

এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যার কয়েকটা নকল পরিচয় ছিল এবং আসল পরিচয় জানা যাচ্ছিল না। তাই মধ্যরাতে লেখকের সহকর্মীরা তাকে আসামীর সামনে ধস্তাধস্তি করে মেরে নাক দিয়ে রক্ত বের করে দিল এবং আসামির কক্ষে বন্দি করে রাখলো। তারপর আসামির সাথে ভাব জমিয়ে তার আসল পরিচয় সহজেই বের করা গেল।

বই এখানেই শেষ । আশা করি, এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, পুলিশও নিত্য নতুন কৌশল বের করতে থাকবে। তাই এই বই শেষ হয়েও শেষ না।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের নিরাপদ রাখুন। - আমিন।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

আলহামদুলিল্লাহ। ইতিপূর্বে আমরা একজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তার বই অনুবাদ করেছি। সত্যি বলতে, এই বিষয়ে একজন ব্যক্তির বয়ান যথেষ্ট নয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনা কৌশল থাকতে পারে। আসকারি সেকশনে তাই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রশিক্ষক থাকা ভাল। অতীতে আমরা হামদুল জাসুসিয়া শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি থেকে তানজিমের গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কে জেনেছিলাম। সুতরাং এমন একজন প্রশিক্ষক যদি থাকে, তাহলে মন্দ হয় না। কারণ একজন মুজাহিদ ভাই নিয়মিত রিমান্ডে যান না। কিন্তু পুলিশ নিয়মিত অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দক্ষতা লাভ করে।

মুহাম্মাদ বিন কাসেম এবং উম্মে শারাবান তাহুরা ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যবর্তী সময়ে ২৬ জন তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে POLICE INTERROGATION OF CRIME SUSPECTS শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তারা জানান যে, বাংলাদেশে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। তবে pbi এর পদ্ধতি সবচেয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক মনে করা হয়। তারা ফ্লো চার্ট ব্যবহার করে, যা কিভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক হয় বোধগম্য নয়। তবে পিবিআই অফিসার জানান যে, তারা আসামির রক্তচাপ মাপেন, যা মিথ্যা বলছে কিনা বুঝতে সাহায্য করে(!!!), আর জবানবন্দী ভিডিও রেকর্ড করা হয়। ২০% অফিসার শারীরিক নির্যাতন করেন বলে জানান। ৬০ % অফিসার মিথ্যা মামলার ভয় দেখান। জিজ্ঞাসাবাদ পূর্ব তদন্তের পর কিছু প্রমাণ উপস্থিত করে চেপে ধরলে সহজে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এটা শুধু প্রথমবারের আসামীর ক্ষেত্রে, যারা পূর্বে একবার রিমান্ডে এসেছিল, তাদের স্বীকারোক্তি নেয়া মুশকিল। এই পর্যায়ে তারা নির্যাতন করেন।

- আধুনিক তদন্ত পদ্ধতির মধ্যে মোবাইলের call logs, CCTV footage, GPS tracking, fingerprints, and DNA ব্যবহার করা হয় । তবে প্রায়ই সিসিটিভি ফুটেজ অস্পষ্ট হয়।

- উল্লেখ্য পিবিআই এর DNA, fingerprint, or handwriting expert নেই। তাই প্রথম দিনের রিমান্ডে এই জাতীয় প্রমাণ দিয়ে আপনাকে চেপে ধরতে চাইলে সে মিথ্যা বলছে নিশ্চিত থাকুন। পরবর্তীতে সে হয়তো অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে টেস্ট করিয়ে আনার সময় পাবে।

- বর্তমানে এসআই বা সাব ইন্সপেক্টররা বিজ্ঞানভিত্তিক জিজ্ঞাসাবাদের প্রশিক্ষণ পান। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সীমিত, তাই সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয় না।

- বাংলাদেশের পুলিশকে ঘটনার আগে, ঘটনাকালে ও ঘটনার পরে ৩টি সেকশনে রিপোর্ট জমা দিতে হয়। অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটা ফানেলিং জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসআই (স্নাতক বা অনার্স পাস) কোন জঙ্গি হামলার তদন্তের জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব পাওয়ার কথা না। অন্তত আগামী ৫ বছর পর পেতে পারে। সমসাময়িক কর্মকর্তারা বৈদেশিক প্রশিক্ষণের পরামর্শ দিচ্ছেন। যেখান থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হোক মেন্ডেজের নীতি ভিত্তিক পিস মডেল স্কলারলি একাডেমিয়া ছাড়া শিখতে পারবে না। যেটা শিখবে তা হল রিডের পদ্ধতি (১৯৬৪)।

সার্বিক বিচারে আমরা আগে ফানেলিং পদ্ধতি এবং পরে রিডের পদ্ধতি নিয়ে জানবো।

ফানেলিং প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নউত্তর শুরু হবে উন্মুক্ত প্রশ্ন দিয়ে। অর্থাৎ, এই প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ/ না দিয়ে দেয়া যায় না। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন দিয়ে, যা অবশ্যই হ্যাঁ/না দ্বারা জবাব দিতে হয়। এটা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না। এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, কাউকে ফাসানোর জন্য। কিন্তু পুলিশ সহজে দায়মুক্ত হতে পারে বলে এই পদ্ধতি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বহুল জনপ্রিয়।

কৌশল:

- শান্ত থাকুন। অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক বা আবেগের প্রকাশ করবেন না।

- প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একটু ভেবে উত্তর দিতে পারেন, যদি সরাসরি অপরাধে সম্পৃক্ততা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা না হয়। কাইনেসিক প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাড়া অন্যান্য স্থানে চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দিতে সমস্যা নেই। তবে শর্ত হল, প্রাথমিক পর্বে ধারণাতীত বা unpredictable হতে হবে। যেন আপনার স্বাভাবিক অবস্থা পুলিশ আন্দাজ করতে না পারে।
- উন্মুক্ত প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্ততম হওয়া চাই। অতিরিক্ত তথ্য দেয়া যাবে না।
- পুলিশ আপনাকে অনুমান করতে বলবে। কিন্তু আন্দাজে কিছু বলা যাবে না। বলবেন, জানি না/মনে নেই/ হয়তো/ নিশ্চিত না। স্পর্শকাতর তথ্যের ব্যাপারেও একই জবাব দিবেন।
- প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে যেন আপনি নতুন কোন তথ্য দেন।
- প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সতর্কতার সাথে।

উদাহরণ:

পু: ঘটনার দিন সকাল থেকে কি কি করেছেন বলুন।

উ: সত্য কথা বলুন। স্পর্শকাতর কিছু এড়িয়ে যান। যদি পুলিশ আরও স্পষ্ট জবাব চায়, বুঝবেন জবাবের দৈর্ঘ্য ফানেলের মত সরু হয়ে আসছে। পরবর্তী প্রশ্ন এমন হতে পারে-

প্র: সেদিন রাত ১০টায় গুলিস্তানে ছিলেন? কেউ কেউ আপনাকে ঘাবড়ে দিতে আরও সরাসরি বলবে, আপনি তো রাত ১০টায় গুলিস্তানে ছিলেন।

এটা একটা Loaded question. সে একই সাথে ২টা জিনিস জানতে চাচ্ছে। কোথায় ছিলেন, কখন ছিলেন; সময় ও স্থান। আপনি প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট রাখবেন। তাহলে আপনাকে স্থানের জবাব দিতে হবে, সময়ের না।

- আমি গুলিস্তানের কাছাকাছি কোথাও ছিলাম। জায়গাটা তো ছোট না।

প্র: স্টেডিয়ামের কাছে ছিলে না?

- বলতে পারলাম না। আমি জায়গাটা ভাল চিনি না।

প্র: রাত ১০ টায় গিয়েছিলে তাই তো?

- ঘড়ি দেখি নি। জানা নেই।

প্র: অমুককে দেখেছিলি গুলিস্তানে?

- এই নামে আমার পরিচিত কাউকে সেখানে দেখি নি।

প্র: একে দেখেছিলি(লাশের ছবি দেখালে)?

- নিশ্চিত না। কত লোক ছিল আশেপাশে সবার চেহারা কি মনে থাকে?

অথবা, এক লোককে মনে হয় দেখেছিলাম বাইকে বসা। এর মত চেহারা।

প্র: না। সে গাড়িতে ছিল। তোর বাইকের পাশের গাড়িতে বসে ছিল।

- আমার তো বাইক নেই। আর আমি কোন গাড়ি দেখি নি। সাইডে একটা বাইক ছিল।

প্র: ঐ #×#×# মিথ্যা বলিস কেন? আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে। তুই ওর গাড়ির পাশে বাইক থামাইছস। জ্যাম ছাড়ার সময় মাথায় গুলি করে বাইক নিয়ে পালাইছস।

- আমাকে ফুটেজটা দেখানো যাবে। হয়তো আপনাদের বুঝতে ভুল হচ্ছে। (এর আরেকটা উত্তর আছে যা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ পর্ব ২ তে আছে। আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কতক্ষণ রিমান্ডে আছেন। যদি ১ ঘন্টা পরে এই প্রশ্ন করে তাহলে পর্ব ২ এর উত্তর ভাল হবে)

অথবা, আমি তো বাসে জ্যামে আটকে ছিলাম। বাইক এলো কোথা থেকে? বরং যার ছবি দেখালেন সে বাইকে ছিল কিনা খোজ নিন।

আশা করি, এই টপিক বুঝে গেছেন। প্রশ্নের জবাব আপনার পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হবে।

প্র: তুই কি দেখছিস সেটা বল।

- রাস্তায় কোন কারনে অনেক জ্যাম ছিল। কি জন্য জানি না। রাস্তা ফাকা হলে বাস ছেড়েছে।

: বাসের নাম কি?

- জানি না। হেলপার ডেকে তুলেছে

আরেকটা বিষয়, প্রশ্নোত্তরের সময় যেন আপনাকে একজন বুদ্ধিমান চৌকস ব্যক্তি মনে না হয়। স্বাভাবিক থাকুন।

রিডের পদ্ধতি

রিড ও ইনবাউ ১৯৬৪ সালে প্রথম এই কৌশল উদ্ভাবন করেন। তখন থেকেই এর ব্যাপক পরিমার্জন, চর্চা ও সংশোধন চলছে। আমরা ৩য় সংস্করণ দেখব যা রিড নিজে লিখেছেন।

১ম ধাপ: আসামিকে সরাসরি অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বলা এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়। আসামির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং অপরাধ স্বীকারের সুফল বর্ণনা করে

২য় ধাপ: প্রসঙ্গ গঠন- তোমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও একই কাজ করত।

এর চেয়ে জঘণ্য অপরাধ করেও আদালতে কত আসামি খালাস পেয়েছে!

শুধু আদালতে বললেই হবে যে, তুমি মাতাল বা নেশাগ্রস্ত ছিলে। বুঝেশুনে এই কাজ কর নি।

কিংবা অস্ত্র তো তোমার হাতে ছিল না। তোমার কিছু হবে না। সম্ভবত তোমাকে বেশি জটিল মামলায় ফাসানো হচ্ছে।

কিংবা অপরাধীর প্রশংসা করা; তোষামোদ করা।

প্রসঙ্গ গঠন করে ইমোশনাল ব্যক্তিকে ফাসানো যায়। শক্ত মনের হলে অন্য কৌশল-

জিজ্ঞসাবাদের সময় ব্যক্তির কোন মিথ্যা তথ্য খুজে বের করা। সেটা নিয়ে খোচাখুচি করে কোন না কোনভাবে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বা ঘটনাচক্রে অপরাধে জড়িত ছিল বলে কথা পেচানো।

তুমি তো পরিকল্পিতভাবে স্বেচ্ছায় কর নি। এটা দুর্ঘটনা ছিল। জ,ঙ্গিরা তোমাকে বাধ্য করেছে।

উল্লেখ্য এই কৌশলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও ফেসেছে। সুতরাং রিডের পদ্ধতি আদিম হলেও হালকা করে দেখার সুযোগ নেই।

- তোমার অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা শুধু তোমার পক্ষ থেকে কিছু বলার আছে কিনা সেটা জানতে এসেছি।

৩য় ধাপ: অস্বীকৃতি সামলানো

আসামী কঠিনভাবে অস্বীকার করতে থাকলে পুলিশ তাকে কথা বলার সুযোগ দিবে না। তাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিবে। এভাবে চলতে থাকলে, ইনবাউয়ের মতে নিরপরাধ ব্যক্তির বাচনভঙ্গি স্বত:স্ফূর্ত, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ থেকে যায়; কিন্তু অপরাধীর গলা রক্ষণাত্মক ও ইত:স্তত হয়ে আসে। নিরপরাধ ব্যক্তি মাঝে মাঝে চোখে চোখ রেখে সামনে ঝুকে বসে, যা একটা বলিষ্ঠ ভঙ্গি।

এছাড়াও বন্ধু পুলিশ -খারাপ পুলিশ খেলা এই স্তরে হয়ে থাকে।

ধাপ ৪: আপত্তি সামলানো

রিডের ধারণা নিরপরাধ ব্যক্তি সাদামাটাভাবে অস্বীকার করে। কিন্তু অপরাধীরা আপত্তি তুলে।

ধাপ ৫: নিষ্ক্রিয়তা দূর করা

পুলিশ কথা বলতে বলতে আপনার কাছে এসে সামনে ঝুকে কাধে হাত রেখে নাম ধরে ডেকে কথা বলবে। এই পদ্ধতিতে অপরাধীরা অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে ওঠে।

ধাপ৬: মনোযোগ লাভের পর পুলিশ আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অপরাধীর ধর্ম ও আত্মমর্যাদাকে পুজি করে প্রশ্ন করা শুরু করে- ইসলাম কি এসব বলে! হিন্দুদের কি ইসলাম নিরাপত্তা দেয় না?

যদি অপরাধী হয়,তাহলে সে কান্না করে দিবে বা শূণ্য চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকবে বা এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে যাবে।

৭ম ধাপ: উভয় সংকট

এমনভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, একটির উত্তর দিলে অপরটিকে সত্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতির জন্য রিড বেশ গর্বিত। কিন্তু এতে বোকা লোকেরা সহজে ফেসে যায়।

৮ম ধাপ: মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা

আগের ধাপে যখন আপনি যেকোন একটি অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, এবার একজনকে স্বীকারোক্তি লেখার দায়িত্ব দিয়ে অফিসার বেরিয়ে যাবে।

৯ম ধাপ: লিখিত স্বাক্ষর

এটা আজকাল নিতে হয় না। অডিও ভিডিও রেকর্ডিং থাকে। সাধারণত dgfi অডিও রেকর্ড নেয়, pbi ভিডিও করে।

যাইহোক, চেষ্টা করুন নিরপরাধ ব্যক্তিদের লক্ষণ কপি করার, আর অপরাধীদের লক্ষণ বর্জন করার। সাধারণত আইন অনুযায়ী ৩ ঘণ্টা একটানা জবানবন্দী নেয়া যায়। কিন্তু চার দিন টানা ঘুমাতে না দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ইতিহাসও আছে। কিন্তু কখনও আশা হারাবেন না। সবর এই পর্বের সেরা বন্ধু।

আল্লাহ আমাদের নিরাপদ রাখুন। - আমিন